Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ১, আয়াত ঃ ৭

١ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ٢ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্‌বিল্ 'আ-লামীন। ২। আর্‌রাহ্‌মা-নির রাহিম।
(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টি জগতের মহান পালনকর্তা (২) যিনি পরাম করুণাময় ও অসীম দয়ালু।

٣ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ٤ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন। ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন।
(৩) যিনি কর্মফল দিবসের মালিক। (৪) আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

৫। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরা-ত্বাল্ মুস্তাক্বীম। ৬। ছিরা-ত্বাল্ লাযীনা আন্-'আম্‌তা
(৫) আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন (৬) সে সকল লোকের পথে, যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান

عَلَيْهِمْ ٧ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

'আলাইহিম। ৭। গাইরিল্ মাগদূবি 'আলাইহিম ওয়া লাদ্ব দ্বা-ল্লীন।
করেছেন। (৭) তাদের পথে নয়, যারা আপনার গজবে নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

শানেনুযূল ঃ আবূ মাইসারা থেকে বর্ণিত, নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রথম যুগে রাসূল (স) যখন উন্মুক্ত ময়দানে যেতেন, তখন হঠাৎ করেই তাঁকে 'হে মুহাম্মদ' বলে কে যেন ডেকে উঠতেন। তখন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল (তাওরাতের বড় আলেম) রাসূল (স)-কে বললেন, এমনটি আরেকবার শুনলে আপনি সেখানে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এরপর রাসূল (স) আরেকদিন এভাবে এক উন্মুক্ত ময়দানে বের হলে তাঁকে 'হে মুহাম্মদ' বলে ডেকে উঠলে তিনি জবাবে বলেন, 'লাব্বাইক'। তখনই এই সূরা নাযিল হয়।- (দালাইলুল বায়হাকী, রুহুল মাআনী)

ফযীলত ঃ একবার হযরত উবাই ইবনে কা'আব (রা) রাসূল (স)-এর কাছে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে রাসূল (স) বলেন, সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর এবং স্বয়ং কুরআনেও এই সূরার দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টান্ত নেই। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত কুরআনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূরা হল 'আলহামদু'।- (বুখারী)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির্ রাহ্মা-নির রাহীম্
পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

সূরা বাক্বারাহ্

মদীনায় অবতীর্ণ, রুকূ ঃ ৪০, আয়াত ঃ ২৮৬

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى

আলিফ্ লা- ম মী-ম। ২। যা-লিকাল্ কিতা-বু লা-রাইবা ফীহি, হুদাল্
(১) আলিফ্ লা-ম-মী। (২) এটি সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাক্বীদের জন্য রয়েছে (এতে) পথ নির্দেশ।

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

লিল্মুত্তাক্বীন। ৩। আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্গাইবি ওয়া ইউক্বীমূনাছ্ ছলা-তা
(৩) (তাদের জন্য পথ প্রদর্শক) যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাদেরকে যে

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

ওয়া মিম্মা-রাযাক্বনা হুম ইউন্ফিক্বূন। ৪। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মীনূনা বিমা~ উন্যিলা
রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (৪) আর যারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং

اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

ইলাইকা ওয়ামা ~ উন্যিলা মিন ক্বাব্লিক, ওয়া বিল্আ-খিরাতি হুম ইউক্বিনূন।
পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান রাখে, আর আখেরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

শানেনুযুল ঃ মালিক ইবনে সায়ফী নামক এক ইহুদি মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলত, পূর্ববর্তী কিতাবে যে কিতাবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে আল কোরআন সেই প্রতিশ্রুত কিতাব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতাআলা এই সূরার প্রথম আয়াত নাজিল করে তার দাবি খন্ডন করেছেন। তার পর চার আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা এবং পরবর্তী আয়াতে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। (লুবাব)

আলিফ লাম মীম ঃ পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন সূরার শুরু কতিপয় বর্ণগুচ্ছ দিয়ে করা হয়েছে, যেগুলো স্পষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। এ ধরণের বর্ণগুচ্ছকে বলা হয়, হুরুফে মুক্বাত্তাত আত'। 'হুরুফে মুক্বাত্তাত আত'-এর অর্থ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে'তাবেয়ীন ও মুফাসিসরীনদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এগুলো কোরআন শরীফের রহস্য, কেউ বলেছেন কোরআন শরীফের নির্যাস। তবে অধিকাংশ আলেম এগুলোর অর্থ অনুসন্ধানে অনুৎসাহিত করেছেন। কারণ, এগুলোর গূঢ় অর্থ শুধু আল্লাহ পাকই সম্যক অবগত। যেহেতু 'আলিফ লাম মীম' এ ধরনের রহস্যপূর্ণ 'হুরুফে মুক্বাত্তাত আত' সে জন্য এগুলোর অর্থ অনুসন্ধান না করাই শ্রেয়। (আবুসাউদ, সফওয়াতুত্তাফাসীর)

⑤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ

৫। উলা—ইকা 'আলা- হুদাম্ মির রাব্বিহিম ; ওয়া উলা—ইকা হুমুল মুফলিহূন। ৬। ইন্নাল্লাযীনা
(৫) তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (৬) নিশ্চয় যারা

كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑦ خَتَمَ اللَّهُ

কাফারূ সাওয়া—উন 'আলাইহিম আআন্‌যারতাহুম আম্ লাম তুন্‌যিরহুম লা-ইয়ু'মিনূন। ৭। খাতামাল্লা-হু
কুফরী করেছে, আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন আর নাই করুন উভয়ই সমান। তারা ঈমান আনবে না। ৭। আল্লাহ্ তাদের

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

'আলা- কুলূবিহিম্; ওয়া 'আলা- সাম্'ইহিম্; ওয়া 'আলা—আব্‌স্বা-রিহিম্ গিশা-ওয়াতুওঁ, ওয়া লাহুম 'আযা-বুন
অন্তর ও কর্ণকুহরে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখে পর্দা পড়েছে। আর তাদের জন্য মহাশাস্তি

عَظِيمٌ ⑧ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم ১ ع ৭ ১

'আযীম। ৮। ওয়া মিনান্ না-সি মাইঁ ইয়াকূলু আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়া বিল ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়ামা-হুম
রয়েছে। (৮) মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছি, অথচ

ওয়াকফে লাযেম ১

بِمُؤْمِنِينَ ⑨ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا

বিমু'মিনীন। ৯। ইয়ুখা-দি'ঊনাল্লা-হা ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ, ওয়ামা- ইয়াখদা'ঊনা ইল্লা—
তারা মোটেই ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ ও মুমিনদের ধোঁকা দিতে চায়, মূলতঃ তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে,

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ⑩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ

আনফুসাহুম্ ওয়ামা- ইয়াশ্'উরূন। ১০। ফী কুলূবিহিম মারাদ্বুন ফাযা-দাহুমুল্লা-হু মারাদ্বান,
অথচ তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিলেন,

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ⑪ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا

ওয়া লাহুম্ 'আযা-বুন 'আলীমুম বিমা- কা-নূ ইয়াক্‌যিবূন। ১১। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম লা- তুফসিদূ
আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যা বলত। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হত, তোমরা পৃথিবীতে

فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ⑫ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن

ফিল আরদ্বি ক্বা-লূ-ইন্নামা- নাহ্‌নু মুস্বলিহূন। ১২। আলা~ইন্নাহুম হুমুল মুফসিদূনা ওয়ালা- কিল্
ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাতো সংশোধনকারী। (১২) খবরদার! নিশ্চিতভাবে তারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু

শানেনুযুল (আঃ ৬) ঃ (ইন্নাল্লাযীনা কাফারু ছাওয়াউন.....) এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ, ওতবা আবু জাহ্‌ল ইত্যাদি কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যাদের মৃত্যু আল্লাহর জ্ঞানে কুফরী অবস্থায়ই নির্ধারিত ছিল। (নূরুল কুলুব)

শানেনুযুল (আঃ ৮) ঃ (ওয়ামিনান্ নাসি.....) একবার হযরত আলী (রা) মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাঈ এবং তার বন্ধুদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফিক্বী বর্জন কর। প্রকাশ্যে মুসলমান এবং গোপনে কাফির এটা খুবই খারাপ কাজ। তখন তারা বলল, আশ্চর্য! আমরা মুসলমান, আমাদেরকে তুমি কাফির বলছ? তখন তাদের মূল চরিত্র প্রকাশের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (নূরুল কুলুব)

لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ

লা- ইয়াশ'উরূন। ১৩। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ কামা~আ-মানান্ না-সু ক্বা-লূ~আনু'মিনু

তারা তা বুঝে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্য লোকদের মত তোমরাও ঈমান আন। তারা বলে, আমরা কি

كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝

কামা~আ-মানাস সুফাহা—উ ; আলা~ইন্নাহুম হুমুস্ সুফাহা—উ ওয়ালা-কিন্ লা- ইয়া'লামূন।

ঈমান আনব যেভাবে ঈমান এনেছে নির্বোধরা? জেনে রেখ! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না।

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ۙ قَالُوا ﴿١٤﴾

১৪। ওয়া ইযা- লাক্বুল্ লাযীনা আ-মানূ ক্বা-লূ~আ-মান্না, ওয়া ইযা- খালাও ইলা-শায়া-ত্বীনিহিম ক্বা-লূ~

(১৪) যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর যখন তারা তাদের শয়তান (কাফির নেতৃবৃন্দ) দের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে,

إِنَّا مَعَكُمْ ۙ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

ইন্না- মা'আকুম ইন্নামা- নাহ্নু মুস্তাহ্যিউন। ১৫। আল্লা-হু ইয়াস্তাহযিউ বিহিম ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম

নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি। আমরা কেবল উপহাস করছি। (১৫) আল্লাহও তাদের সাথে উপহাস করছেন এবং তাদের

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ۖ

ফী ত্বুগইয়া-নিহিম ইয়া'মাহূন। ১৬। উলা—ইকাল্লাযীনাশতারাউদ্ব দ্বালা-লাতা বিলহুদা-

নাফরমানীর কাজে ঢিল দিচ্ছেন যেন তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরপাক খায়। (১৬) তারা সেসব লোক যারা হেদায়াতের বিনিময়ে

فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي

ফামা- রাবিহাত তিজ্বা-রাতুহুম ওয়ামা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ১৭। মাছালুহুম কামাছালিল্ লাযিস্

গোমরাহী ক্রয় করেছে। তাই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং না তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত। (১৭) তাদের দৃষ্টান্ত হল ঐ ব্যক্তির মত

اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ

তাওক্বাদা না-রা, ফালাম্মা~আদ্বা—আত মা- হ্বাওলাহূ যাহাবাল্লা-হু বিনূরিহিম ওয়া তারাকাহুম

যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাল অতঃপর যখন তা তার চারদিক আলোকিত করল; তখন আল্লাহ তাদের সে আলো তুলে নিলেন এবং তাদেরকে

فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٨﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٩﴾ أَوْ كَصَيِّبٍ

ফী যুলুমা-তিল লা-ইয়ুবস্বিরূন। ১৮। ছুম্মুম বুকমুন 'উমইয়ুন ফাহুম লা-ইয়ার্জ্বিউন। ১৯। আও কাস্বাইয়্যিবিম

অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরতেও পারবে না। (১৯) অথবা, তাদের দৃষ্টান্ত যেমন,

○ টীকা (আঃ ১৪) ঃ شَيَاطِينِهِمْ (শাইয়া-ত্বীনিহিম)-এর অর্থ, ইয়াহুদী ও মুশরিক সর্দার অথবা, কাফির নেতৃবৃন্দ অথবা, মুনাফিক, মুশরিক সহচর বৃন্দ। (ইব্নে কাসীর) ; "হেদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করার" অর্থ- ঈমানের পরিবর্তে কুফ্রকে গ্রহণ করা।

○ টীকা (আঃ ১৫) ঃ আল্লাহ পাকের উপহাস এই যে, তাদেরকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি না দিয়ে সময় প্রদান করেছেন। উদ্দেশ্য, কুফরীর চরম সীমায় পৌছলে অর্থাৎ, অপরাধ গুরুতর হলে অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করবেন ও যথোচিৎ শাস্তি দেবেন। উপহাসের প্রতিবিধান হিসেবেই তাকে উপহাস বলা হয়েছে। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার এই কার্য উপহাস নয়। (বঃ কোঃ)

مِّنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَٰتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم

মিনাস্ সামা—ই ফীহি য়্লুমা-তুওঁ ওয়া রা'দুওঁ ওয়া বারক্বু, ইয়াজ্ব'আলূনা আস্বা-বি'আহুম ফী~আ-যা-নিহিম

আকাশের বর্ষণ মুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রধ্বনির কারণে মৃত্যুর ভয়ে আঙ্গুল

مِّنَ الصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌۢ بِالْكَٰفِرِينَ ﴿٢٠﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ

মিনাস্ব স্বাওয়া-'ইক্বি হ্বাযারাল মাওত ; ওয়াল্লা-হু মুহ্বীত্বুম বিল কা-ফিরীন। ২০। ইয়াকা-দুল বারক্বু

প্রবেশ করায় তাদের কানে। আল্লাহ্ কাফেরদের বেষ্টন করে আছেন। (২০) বিদ্যুৎ চমক মনে হয় যেন তাদের

يَخْطَفُ أَبْصَٰرَهُمْ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا

ইয়াখ্ত্বাফু আব্স্বা-রাহুম ; কুল্লামা~আদ্বা—আ লাহুম্ মাশাও ফীহ, ওয়া ইযা~আয্বলামা 'আলাইহিম ক্বা-মূ ;

চোখের জ্যোতি কেড়ে নিয়ে যাবে। যখনই বিদ্যুৎ আলোক তাদের (সামনে) উদ্ভাসিত হয় তখন তারা সে আলোতে চলে। আর যখনই আঁধার হয়ে যায় তখন তারা

وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ২ রুকূ

ওয়া লাও শা—আল্লা-হু লাযাহাবা বিসাম'ইহিম ওয়া আবস্বা-রিহিম ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করে নিতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

﴿٢١﴾ يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

২১। ইয়া আয়্যুহান্ না-সু' বুদূ রাব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম, ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম

(২১) হে মানবকুল! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন, হয়ত তোমরা

تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَٰشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ

তাত্তাকূন। ২২। আল্লাযী জ্বা'আলা লাকুমুল আরদ্বা ফিরা-শাওঁ ওয়াস্সামা—আ বিনা—আওঁ ওয়া আন্যালা মিনাস্

মুত্তাকী হতে পারবে। (২২) যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ করেছেন এবং

السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا

সামা—ই মা—আন ফাআখরাজ্বা বিহী মিনাছ ছামারা-তি রিযক্বাল্লাকুম, ফালা-তাজ্ব'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাওঁ

আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে-শুনে কাউকে আল্লাহর

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن

ওয়া আন্তুম 'তালামূন। ২৩। ওয়া ইন কুন্তুম ফী রাইবিম মিম্ মা-নাযযালনা- 'আলা- 'আব্দিনা- ফা'তু বিসূরাতিম মিম্

সমকক্ষ দাঁড় করো না। (২৩) আমার বান্দার (মুহাম্মদ সঃ) উপর অবতীর্ণ বিষয়ে তোমাদের যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে উহার অনুরূপ কোন সূরা

مِّثْلِهِۦ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٤﴾ فَإِن لَّمْ

মিছলিহ, ওয়াদ'উ শুহাদা—আকুম মিন্ দূনিল্লা-হি ইন কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ২৪। ফাইল্লাম

নিয়ে আস এবং ডাক তোমাদের সহায়তাকারীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (২৪) তারপরও যদি

تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ

তাফ'আলূ ওয়া লান্‌তাফ'আলূ ফাত্তাক্বূন্ না-রাল্ লাতী ওয়াক্বূদুহান্ না-সু ওয়াল হিজ্বা-রাহ ;

না পার এবং কখনই তা পারবে না, তাহলে সে আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানব ও পাথর। যা কাফিরদের

اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ

উ'ইদ্দাত লিল কা-ফিরীন। ২৫। ওয়া বাশ্‌শিরিল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহ্বা-তি আন্না লাহুম

জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছে। (২৫) এবং সুসংবাদ দিন যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ

জ্বান্না-তিন তাজ্বরী মিন তাহ্বতিহাল আনহা-র ; কুল্লামা- রুযিক্বূ মিনহা- মিন ছামারাতির রিযক্বান

জান্নাত; যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান, যখন তাদেরকে খেতে দেয়া হবে ঐ জান্নাত থেকে ফলমূল, তখন তারা

قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ

ক্বা-লূ হা-যাল্লাযী রুযিক্বনা- মিন ক্বাব্‌লু ওয়া উতূ বিহী মুতাশা-বিহা ; ওয়া লাহুম ফীহা~আযওয়া-জুম

বলবে, এতো সেই খাদ্য যা পূর্বে আমাদেরকে জীবিকা রূপে দেয়া হয়েছিল, দৃশ্যত তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সেখানে রয়েছে

مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا

মুত্বাহ্‌হারাতুওঁ ওয়া হুম ফীহা- খা-লিদূন। ২৬। ইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াস্‌তাহ্বঈ~আইঁ ইয়াদ্বরিবা মাছালাম্ মা-

পূত-পবিত্রা স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (২৬) নিশ্চয়ই আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা কিংবা

بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ

বা'উদ্বাতান ফামা- ফাওক্বাহা ; ফাআম্মাল্ লাযীনা আ-মানূ ফাইয়া'লামূনা আন্নাহুল হাক্বকু মির রাব্বিহিম,

তদূর্ধ কিছু দ্বারা উদাহরণ দিতে। সুতরাং যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য;

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ

ওয়া আম্মাল্‌লাযীনা কাফারূ ফাইয়াকূলূনা মা-যা~আরা-দাল্লা-হু বিহা-যা- মাছালা। ইয়ুদ্বিল্‌লু বিহী

আর যারা কাফির তারা বলে, এ ধরনের (তুচ্ছতম) উদাহরণ দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? আল্লাহ এর দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট

كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٧﴾ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ

কাছীরাওঁ ওয়া ইয়াহ্‌দী বিহী কাছীরা ; ওয়ামা- ইয়ুদ্বিল্‌লু বিহী~ইল্লাল ফা-সিক্বীন। ২৭। আল্লাযীনা ইয়ান্‌কুদ্বূনা

করেন এবং অনেককে সৎপথ প্রদর্শন করেন। মূলতঃ ফাসিকগণ ব্যতীত কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না। (২৭) যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ভংগ

✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ واتوابه متشابها (ওয়া উতূবিহী মুতাশাবিহা) জান্নাতীগণকে খাদ্যপূর্ণ আহার্য দান করা হলে তা ভক্ষণ করবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা হলে তারা বলবে, এ বস্তুই আমাদেরকে পূর্বে দেয়া হয়েছিল। তখন ফিরিশতাগণ বলবেন, আকার আকৃতি একইরূপ হলেও স্বাদ ও প্রকৃতি ভিন্ন। ✪ টীকা (আঃ ২৫) ঃ ازواج مطهرة (আয্‌ওয়াজুম মুত্বাহ্‌হারাতুন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের (রা) বরাত দিয়ে ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন, জান্নাতের দম্পতি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কষ্ট হতে মুক্ত থাকবে। মুজাহিদ বলেন- তারা ঋতুস্রাব, মলমূত্র, সর্দি, কাশী, বীর্য ইত্যাকার সকল হতে মুক্ত থাকবেন। (ইবনে কাসীর)

عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ

'আহ্দাল্লা-হি মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী, ওয়া ইয়াক্বত্বা'উনা মা~আমারাল্লা-হু বিহী~আঁই ইয়ুস্বালা ওয়া ইয়ুফসিদূনা
করেছে, দৃঢ় অঙ্গীকার করার পর এবং আল্লাহ যে (সম্পর্ক) অক্ষুণ্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি

فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٨﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

ফিল আরদ্ব ; উলা—ইকা হুমুল খা-সিরূন। ২৮। কাইফা তাক্‌ফুরূনা বিল্লা-হি ওয়া কুন্‌তুম আমওয়া-তান্
করে, তারাই নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করবে? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে

فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٩﴾ هُوَ الَّذِىْ

ফাআহ্ইয়া-কুম, ছুম্মা ইয়ুমীতুকুম ছুম্মা ইয়ুহ্য়ীকুম ছুম্মা ইলাইহি তুরজা'উন। ২৯। হুওয়াল্লাযী
জীবন দান করেছেন, তিনিই আবার তোমাদেরকে মৃত করবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন, পুনরায় তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۗ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ

খালাক্বা লাকুম মা-ফিল আরদ্বি জ্বামী'আ, ছুম্মাস্ তাওয়া~ইলাস্ সামা—ই ফাসাওয়্যা-হুন্না সাব'আ
তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত

سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٠﴾ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى ৩ ع ৩ রুকূ

সামা-ওয়া-ত ; ওয়া হুওয়া বিকুল্লি শাইয়িন 'আলীম। ৩০। ওয়া ইয্ ক্বা-লা রাব্বুকা লিলমালা—ইকাতি ইন্নী জ্বা— 'ইলুন ফিল
আকাশে বিন্যস্ত করেন, এবং তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩০) আর যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, নিশ্চয়ই আমি

الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ

আরদ্বি খালীফাহ, ক্বা-লূ~আতাজ্ব'আলু ফীহা- মাঁই ইয়ুফসিদু ফীহা- ওয়া ইয়াসফিকুদ্ দিমা—আ,
পৃথিবীতে খলিফা সৃষ্টি করতে যাচ্ছি, তারা বলল, আপনি কি সৃষ্টি করবেন সেখানে এমন কাউকে, যারা পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

ওয়া নাহ্নু নুসাব্বিহু বিহাম্দিকা ওয়া নুক্বাদ্দিসু লাক ; ক্বা-লা ইন্নী~আ'লামু মা-লা- তা'লামূন।
করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছি (আল্লাহ বললেন,) নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।

﴿٣١﴾ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ

৩১। ওয়া 'আল্লামা আ-দামাল আসমা—আ কুল্লাহা- ছুম্মা 'আরাদ্বাহুম 'আলাল মালা—ইকাতি ফাক্বা-লা আম্বি'উনী বিআসমা—ই
(৩১) এবং তিনি আদমকে সবকিছুর নাম শেখালেন, অতঃপর সেগুলো ফিরিশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, আমাকে এগুলোর নাম বল,

○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ الذين ينقضون .....ميثاقه -কোরআনের বিধি-নিষেধ পাঠ করা এবং তা সত্য বলে জানার পর তাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (ইবনে কাসীর) ○ টীকা (আঃ ২৭) ঃ ويقطعون .....ان يوصل আয়াতাংশের মর্ম হচ্ছে রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, যা রক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে। (ইবনে কাসীর) ○ টীকা (আঃ ২৮) ঃ وكنتم امواتا......ثم يميتكم হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– যখন তোমরা তোমার পিতার পৃষ্ঠদেশে মৃতবৎ ছিলে, তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন, তারপর আবার মৃত করবেন, পুনরায় পুনরুত্থান দিবসে জীবিত করবেন।

هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صٰدِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ

হা~উলা—ই ইন্ কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৩২। ক্বা-লূ সুবহ্বা-নাকা লা- 'ইলমা লানা~ইল্লা- মা- 'আল্লাম্তানা; ইন্নাকা

যদি তোমরা সত্যবাদি হও। (৩২) তারা বলল, আপনি পবিত্র; আপনি যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তাছাড়া তো আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই

أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾ قَالَ يٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم

আন্তাল 'আলীমুল হ্বাকীম। ৩৩। ক্বা-লা ইয়া~আ-দামু আম্বি'হুম বিআস্মা—ইহিম, ফালাম্মা~আম্বাআহুম

আপনি সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। যখন তিনি তাদেরকে এগুলোর

بِأَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۙ

বিআস্মা—ইহিম ক্বা-লা আলাম আক্বুল লাকুম ইন্নী~আ'লামু গাইবাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব,

নাম বলে দিলেন, (আল্লাহ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয়ই আমি আকাশ ও যমীনের সকল অদৃশ্য বস্তুর খবর রাখি।

وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا لِـَٔادَمَ

ওয়া আ'লামু মা- তুব্দূনা ওয়ামা- কুন্তুম তাক্তুমূন। ৩৪। ওয়া ইয্ কুল্না- লিল মালা—ইকাতিস জুদূ লিআ-দামা

এবং তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর তাও আমি জানি। (৩৪) অতঃপর যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম, আদমকে সিজদা কর,

فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبٰى وَٱسْتَكْبَرَ ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٥﴾ وَقُلْنَا يٰٓـَٔادَمُ

ফাসাজ্বাদূ~ইল্লা~ইব্লীস ; আবা-ওয়াস্তাক্বারা ওয়া কা-না মিনাল কা-ফিরীন। ৩৫। ওয়া কুল্না- ইয়া~আ-দামুস

তখন ইবলিস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে দম্ভভরে অস্বীকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হল। (৩৫) আমি বললাম, হে আদম!

ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ

কুন আন্তা ওয়াযাওজুকাল জ্বান্নাতা ওয়া কুলা-মিনহা-রাগাদান হ্বাইছু শি'তুমা ওয়ালা-তাক্বরাবা- হা-যিহিশ

তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান হতে যা ইচ্ছা ভক্ষণ কর। কিন্তু এই গাছটির কাছেও যেও না; অন্যথা

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

শাজ্বারাতা ফাতাকূনা- মিনায্ য়া-লিমীন। ৩৬। ফাআযাল্লাহুমাশ্ শাইত্বা-নু 'আনহা- ফাআখরাজ্বাহুমা- মিম্মা- কা-না-

তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৩৬) অতঃপর শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে

فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ

ফীহ, ওয়া কুলনাহ্বিত্ বা'দ্বুকুম লিবা'দ্বিন আদুব্বু, ওয়া লাকুম ফিল আর্দ্বি মুস্তাক্বাররুওঁ

বের করে দিল। আমি বললাম, তোমরা সকলেই পরস্পর শত্রুরূপে অবতরণ কর। পৃথিবীতে তোমাদের কিছু কালের জন্য অবস্থান ও সম্পদ ভোগ

وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٧﴾ فَتَلَقّٰٓى ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ التَّوَّابُ

ওয়ামাতা-'উন ইলা-হ্বীন। ৩৭। ফাতালাক্বক্বা~আ-দামু মির রাব্বিহী কালিমা-তিন ফাতা-বা 'আলাইহ ; ইন্নাহূ হুওয়াত্ তাওয়্যা-বুর

নির্ধারিত হল। (৩৭) অতঃপর আদম (আ) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কয়েকটি কথা শিখে নিল, তারপর আল্লাহ তার তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত

الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ

রাহীম। ৩৮। কুলনাহ্‌বিতূ মিনহা-জ়ামী'আ, ফাইম্মা- ইয়া'তিইয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান ফামান তাবি'আ

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (৩৮) আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও এখান (বেহেশত) হতে সকলেই। অতঃপর তোমাদের কাছে আমার হেদায়াত পৌঁছবে। অনন্তর

هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

হুদা-ইয়া ফালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। ৩৯। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ ওয়াকায্‌যাবূ

যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তা গ্রস্তও হবে না। (৩৯) যারা কুফরী করল এবং আমার

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا ৪ ৫০ ৪ রুকূ

বিআ-ইয়া-তিনা~উলা—ইকা আস্‌হা-বুন্ না-র, হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৪০। ইয়া- বানী~ইস্রা—ঈলায্ কুরূ

বাণীসমূহ মিথ্যা বলল, তারাই জাহান্নামী, তারাই হবে সেখানের চির অধিবাসী। (৪০) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে যেসব

نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ

নি'মাতিয়াল্লাতী~আন'আমতু 'আলাইকুম ওয়া আওফূ বি'আহদি~উফি বি'আহ্‌দিকুম, ওয়া ইয়্যা-ইয়া

নিয়ামত প্রদান করেছি তা স্মরণ কর আর পূর্ণ কর আমার সাথে প্রদত্ত অংগীকার, আমিও তোমাদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই

فَارْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ

ফারহাবূন। ৪১। ওয়া আ-মিনূ বিমা~আন্‌যালতু মুসাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আকুম ওয়ালা- তাকূনূ~আওয়্যালা

ভয় কর। (৪১) আর তোমরা ঈমান আন আমার অবতীর্ণ কিতাবের উপর, যা প্রত্যয়নকারী তোমাদের সাথে যা আছে তার (তাওরাত)। তোমরা এর প্রথম

كَافِرٍ بِهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوا

কা-ফিরিম্ বিহ, ওয়ালা-তাশতারূ বিআ-ইয়া-তী ছামানান ক্বালীলাওঁ ওয়া ইয়্যা-ইয়া ফাত্তাকূন। ৪২। ওয়ালা- তালবিসুল

অবিশ্বাসী হয়ো না। আর আমার আয়াতকে তোমরা নগণ্যমূল্যে বিক্রি কর না এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর, (৪২) আর তোমরা

الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

হাক্বক্বা বিলবা-ত্বিলি ওয়া তাকতুমুল হাক্বক্বা ওয়া আনতুম তা'লামূন। ৪৩। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয

সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রণ কর না এবং যেনে শুনে তোমরা সত্য গোপন কর না। (৪৩) তোমরা সালাত কায়েম কর ও

الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ

যাকা-তা ওয়ারকা'ঊ মা'আর রা-কি'ঈন। ৪৪। আতা'মুরূনান্ না-সা বিল্‌বিররি ওয়া তান্‌সাওনা আন্‌ফুসাকুম

যাকাত দাও এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। (৪৪) তোমরা মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছে আর ভুলে যাও তোমাদের

✪ টীকা (আঃ ৪০) ঃ বনি-ইসরাঈল হল হযরত ইয়াকুবের বংশধর। তাদেরকে আল্লাহ নবুওয়াত ও পার্থিব ধন-সম্পদ এবং জীবন ধারণের বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। কিন্তু তারা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের না-শোকরী করেছিল। নবীগণকে হত্যা করেছিল। নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজ এবং পাপ ও পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল। সুতরাং পরিশেষে তাদের উপর আল্লাহর গজব আপতিত হয়। তারা রাজ্যহারা, গৃহহারা ও কাঙ্গাল অবস্থায় বহুকাল যাবত অধঃপতিতভাবে জীবনযাপন করেছিল। এমন কি কিব্‌তী শাসকদের আমলে তারা ক্রীতদাসরূপে বিবেচিত হত। এই বনি-ইসরাইলগণকেই ইহুদী বলা হয়। এই ইহুদী জাতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী হিংসুক ও ইসলাম বিদ্বেষী। নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও তারা সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করে নি। এ জন্য আজও তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হচ্ছে। (মাদারিক ও খাজিন)

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿৪৫﴾ وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ

ওয়া আন্‌তুম তাত্‌লূনাল কিতা-ব ; আফালা- তা'ক্বিলূন। ৪৫। ওয়াস্‌তা'ঈনূ বিস্‌স্বাবরি ওয়াস্ব স্বালা-হ ;

নিজেদেরকে। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করতেছ; তবে তোমরা কি বুঝতেছ না? (৪৫) তোমরা সাহায্য কামনা কর ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে এবং

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿৪৬﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ

ওয়া ইন্নাহা- লাকাবীরাতুন ইল্লা- 'আলাল খা-শি'ঈন। ৪৬। আল্লাযীনা ইয়াযুন্নূনা আন্নাহুম মুলা-কূ রাব্বিহিম ওয়া আন্নাহুম

নিশ্চয়ই ইহা খোদাভীরু ছাড়া অন্য সকলের নিকট অবশ্যই কঠিনতম কাজ। (৪৬) যারা মনে করে, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং

اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿৪৭﴾ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ

ইলাইহি রা-জ্বি'উন। ৪৭। ইয়া-বানী ~ইস্রা—ঈলায কুরূ নি'মাতিইয়াল্লাতী ~আন'আমতু 'আলাইকুম ওয়া আন্নী

তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। (৪৭) হে বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আমার অবতীর্ণ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। আর নিশ্চয়ই আমি

فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿৪৮﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا

ফাদ্বদ্বাল্‌তুকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ৪৮। ওয়াত্তাকু ইয়াওমাল্ লা-তাজ্‌যী নাফ্‌সুন 'আন্ নাফসিন শাইআওঁ ওয়ালা-

তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি সারা বিশ্বের উপর। (৪৮) আর সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কাজে আসবে না এবং

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿৪৯﴾ وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ

ইয়ুক্ববালু মিনহা- শাফা-'আতুওঁ ওয়ালা-ইয়ু'খাযু মিনহা- 'আদলুওঁ ওয়ালা-হুম ইয়ুনস্বারূন। ৪৯। ওয়া ইয্ নাজ্‌জ্বাইনা-কুম মিন

কারো কোন সুপারিশ কবুল হবে না ও কারো হতে কোনরূপ বিনিময় গৃহীত হবে না। আর তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। (৪৯) (স্মরণ কর) যখন আমি

اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ

আ-লি ফির'আওনা ইয়াসূমূনাকুম সূ—আল 'আযা-বি ইয়ুযাব্বিহূনা আবনা—আকুম ওয়াইয়াস্তাহ্ইয়ূনা

তোমাদেরকে ফিরাউন সম্প্রদায় হতে মুক্তি দিলাম। যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করতো

نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿৫০﴾ وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ

নিসা—আকুম; ওয়া ফী যা-লিকুম বালা—উম মির্ রাব্বিকুম 'আযীম। ৫০। ওয়া ইয্ ফারাক্বনা- বিকুমুল বাহ্‌রা

এবং কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো। এতে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা ছিল। (৫০) যখন আমি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে

فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿৫১﴾ وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى

ফাআন্‌জ্বাইনা-কুম ওয়া আগ্‌রাক্বনা~আ-লা ফির্'আওনা ওয়া আন্‌তুম তান্‌যুরূন। ৫১। ওয়া ইয্ ওয়া-'আদনা- মূসা~

বিভক্ত করে তোমাদেরকে উদ্ধার করলাম এবং নিমজ্জিত করলাম ফিরাউন গোষ্ঠিকে, তখন তা তোমরা প্রত্যক্ষ করছিলে। (৫১) আর যখন মূসাকে

প্রথম চতুর্থাংশ ৫ ৪৭ ৫ রুকূ

✪ টীকা (আঃ ৫০) ঃ জ্যোতিষীরা ফেরাউনকে বলল, বনী-ইসরাঈল বংশে এক ছেলে জন্মিবে, যার দ্বারা তোমার রাজ্য ধ্বংস হবে। এ জন্য ফেরাউন বনী-ইসরাঈলদের সমস্ত নবজাত পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত এবং কন্যা-সন্তানদেরকে জীবিত রাখত।

✪ টীকা (আঃ ৫১) ঃ ফেরাউনের জুলুম হতে আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহর আদেশে বনী ইসরাঈলসহ মূসা (আ) গোপনে মিসর হতে রওয়ানা হলেন। পথে সাগর পড়ল। আল্লাহর আদেশে সাগরের পানি ফাঁক হয়ে রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) সদলে পার হয়ে গেলেন। তাদের পশ্চাদ্বাবন করে ফেরাউনও সদলে উক্ত পথে নেমে পড়লে উভয় দিক থেকে পানি এসে তাদের সলিল সমাধি ঘটাল।

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

আরবা'ঈনা লাইলাতান ছুম্মাত্ তাখায্তুমুল 'ইজ্বলা মিম্ বা'দিহী ওয়া আন্তুম য়া-লিমূন। ৫২। ছুম্মা 'আফাওনা-

চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রস্থানের পর, গোবৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছিলে বস্তুতঃ তোমরা ছিলে অত্যাচারী। (৫২) এরপরও আমি

عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ

'আনকুম মিম্ বা'দি যা-লিকা লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৫৩। ওয়া ইয্ আ-তাইনা- মূসাল কিতা-বা ওয়াল

তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৩) আর যখন আমি প্রদান করেছি মূসাকে কিতাব ও

الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ

ফুরক্বা-না লা'আল্লাকুম তাহ্তাদূন। ৫৪। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ইয়া-ক্বাওমি ইন্নাকুম য়ালাম্তুম

ফুরকান যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। (৫৪) আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা গোবৎসকে

أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ

আনফুসাকুম বিত্তিখা-যিকুমুল 'ইজ্বলা ফাতূবূ~ইলা- বা-রিইকুম ফাক্বতুলূ~আনফুসাকুম ; যা-লিকুম

উপাস্য রূপে গ্রহণ করে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তওবা কর এবং তোমরা পরস্পরকে হত্যা কর। তোমাদের

خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ

খাইরুল্ লাকুম 'ইন্দা বা-রিইকুম ; ফাতা-বা 'আলাইকুম ; ইন্নাহূ হুওয়াত তাওয়্যা-বুর রাহীম। ৫৫। ওয়া ইয্ কুল্তুম

স্রষ্টার নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতঃপর তিনি তোমাদের তওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান। (৫৫) আর যখন

يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ

ইয়া-মূসা- লান নু'মিনা লাকা হাত্তা- নারাল্লা-হা জ্বাহরাতান ফাআখাযাতকুমুস্ স্বা-ইক্বাতু ওয়া আন্তুম

তোমরা বললে, হে মূসা, আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখে আমরা কিছুতেই ঈমান আনব না; তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হল এবং তোমরা

تَنْظُرُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

তান্যুরূন। ৫৬। ছুম্মা বা'আছ্না-কুম মিম বা'দি মাওতিকুম লা'আল্লাকুম তাশ্কুরূন। ৫৭। ওয়া য়াল্লালনা- 'আলাইকুমুল

তা প্রত্যক্ষ করতেছিলে। (৫৬) মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুণর্জীবিত করলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৭) আমি তোমাদের উপর ছায়া প্রদান করেছিলাম

الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا

গামা-মা ওয়া আন্যালনা-'আলাইকুমুল মান্না ওয়াস্সালওয়া ; কুলূ মিন ত্বায়্যিবা-তি মা-রাযাক্বনা-কুম ; ওয়া মা-

মেঘ দ্বারা এবং মান্না ও ছালওয়া অবতীর্ণ করেছিলাম। তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র রিযিক প্রদান করেছি তা ভক্ষণ কর। তারা আমার প্রতি কোন

○ টীকা (আঃ ৫৭) ঃ المن والسلوى -(মান্না ওয়াছ ছাল্ওয়া) ঃ মান্না কি বস্তু এ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্বাস (রা) হতে আলী ইবনে আবু তাল্হা বর্ণনা করেছেন, المن (আল্ মান্না) হচ্ছে এক প্রকার বস্তু যা বনী ইসরাঈলের জন্য রাতে বৃক্ষপত্রে পতিত হত। তারা সকাল বেলায় তার থেকে যতটুকু ইচ্ছা খেয়ে নিত। কেউ বলেন– মান্না হচ্ছে মধুর ন্যায় এক প্রকার পানীয়। السلوى (আছ্ছালওয়া) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হতে আলী ইবনে আবু তালহা বর্ণনা করেছেন– السلوى (আছছালওয়া) হচ্ছে ভরত পক্ষীর (চড়ুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী, বনী ইসরাঈলগণ তার গোশ্ত ভক্ষণ করত।

ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿٥٨﴾ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها

যালামূনা- ওয়ালা-কিন কা-নূ~আনফুসাহুম ইয়াযলিমূন। ৫৮। ওয়া ইয্ কুলনাদখুলূ হা-যিহিল ক্বারইয়াতা ফাকুলূ মিনহা-

অত্যাচার করেনি বরং তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল। (৫৮) আর যখন বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর এবং এখান থেকে খাও

حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيكم

হাইছু শি'তুম রাগাদাওঁ ওয়াদখুলুল বা-বা সুজ্জাদাওঁ ওয়া কূলূ হিত্ত্বাতুন্ নাগ্ফির্লাকুম খাত্বা-ইয়া-কুম ;

যা ইচ্ছা। আর সিজদাবনত হয়ে এর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর আর বল, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব।

وسنزيد المحسنين ﴿٥٩﴾ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

ওয়া সানাযীদুল মুহ্সিনীন। ৫৯। ফাবাদ্দালাল্ লাযীনা যালামূ ক্বাওলান গাইরাল্লাযী ক্বীলা লাহুম

আর অতিসত্তরই বাড়িয়ে দেব (আমার) কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে। (৫৯) তারপর যালিমগণ আদিষ্ট কথাটি পরিবর্তন করল। ফলে

৬ ع ১৩ ৬ রুকূ

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ﴿٦٠﴾ وإذ

ফাআন্যাল্না- 'আলাল্ লাযীনা যালামূ রিজ্যাম মিনাস্ সামা—ই বিমা- কা-নূ ইয়াফসুকূন। ৬০। ওয়া ইযি

আমি অবতীর্ণ করলাম জালিমদের উপর আসমান থেকে শাস্তি, কারণ তারা হুকুম অমান্য করতেছিল। (৬০) আর স্মরণ কর,

استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه

স্তাসক্বা- মূসা- লিকাওমিহী ফাকুলনাদ্বরিব বি'আস্বা-কাল হাজার, ফান্ফাজারাত মিনহুছ

যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, তখন আমি বললাম, তোমার লাঠি দ্বারা এ পাথরে আঘাত কর। ফলে তা

اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله

নাতা- 'আশ্রাতা 'আইনা ; ক্বাদ 'আলিমা কুল্লু উনা-সিম্ মাশ্রাবাহুম ; কুলূ ওয়াশরাবূ মির রিযক্বিল্লা-হি

থেকে বারটি ফোয়ারা নির্গত হল। চিনে নিল প্রত্যেক গোত্রই তাদের পান করার স্থান। তোমরা আল্লাহর দেয়া রুযী খাও ও পান কর।

ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴿٦١﴾ وإذ قلتم يموسى لن نصبر على طعام

ওয়ালা- তা'ছাও ফিল আরদ্বি মুফসিদীন। ৬১। ওয়া ইয্ কুল্তুম ইয়া- মূসা- লান্ নাস্ববিরা 'আলা- ত্বা'আ-মিও

আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করে ফের না। (৬১) আর যখন তোমরা বললে, হে মূসা, আমরা কিছুতেই একই ধরনের খাদ্য খাওয়ায় ধৈর্য ধরব না।

واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها

ওয়া-হিদিন ফাদ'উ লানা- রাব্বাকা ইয়ুখরিজ্ লানা- মিম্মা- তুম্বিতুল আরদ্বু মিম্ বাক্বলিহা- ওয়াক্বিছ্ছা—ইহা-

তাই আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করুন, আমাদের জন্য তিনি যেন উৎপন্ন করেন মাটি হতে বিভিন্ন তরকারী, শসা জাতীয়

وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو

ওয়া ফূমিহা- ওয়া'আদাসিহা- ওয়া বাস্বালিহা; ক্বা-লা আতাস্তাব্দিলূনাল্ লাযী হুওয়া আদনা- বিল্লাযী হুওয়া

ফলমূল, গম, ডাল ও পিঁয়াজ। মূসা বললেন, তোমরা কি বদল করতে চাও উৎকৃষ্ট বস্তুকে নিকৃষ্ট বস্তুর সাথে?

خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ

খাইর, ইহ্‌বিত্বূ মিস্বরান ফাইন্না লাকুম মা- সাআল্‌তুম; ওয়া দ্বুরিবাত 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু ওয়াল মাস্‌কানাতু
তাহলে কোন শহরে চলে যাও, সেখানে তোমরা যা চাচ্ছ তা নিশ্চয়ই পাবে। আর তাদের জন্য নির্ধারিত হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা এবং

وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ওয়াবা—উ বিগাদ্বাবিম্ মিনাল্লা-হ ; যা-লিকা বিআন্নাহুম ক্বা-নূ ইয়াকফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ওয়া ইয়াক্বতুলূনান্
তারা আল্লাহর গযবের পাত্র হয়ে গেল। তার কারণ এই যে, তারা অস্বীকার করতো আল্লাহর আয়াতকে এবং (তারা) অন্যায়ভাবে ৭

النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ع ৭ রুকূ

নাবিইয়্যীনা বিগাইরিল হ্বাক্বক্ব ; যা-লিকা বিমা-'আস্বাও ওয়া কা-নূ ইয়া'তাদূন। ৬২। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ
নবীগণকে হত্যা করতো। এটা এ কারণে যে, তারা নাফরমানী ও সীমালংঘনের পথ অনুসরণ করতেছিল। (৬২) নিশ্চয়ই যারা মুমিন,

وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

ওয়াল্লাযীনা হা-দূ ওয়ান্নাস্বা-রা- ওয়াস্ব স্বা-বিঈনা মান আ-মানা বিল্লা- হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া'আমিলা
ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবিয়ীন এবং (তাদের মধ্য) হতে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে,

صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٣﴾ وَ

স্বা-লিহ্বান ফালাহুম আজ্‌রুহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্বযানূন। ৬৩। ওয়া
তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আর

إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا

ইয্ আখায্‌না- মীছা-ক্বাকুম ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব তূর ; খুযূ মা ~আ-তাইনা-কুম বিকুওয়্যাতিওঁ ওয়াযকুরূ মা-
যখন তোমাদের থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের উপর তূর-কে তুলে ধরে (বলেছিলাম) আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাতে যা কিছু

فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٤﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

ফীহি লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন। ৬৪। ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম মিম্ বা'দি যা-লিক, ফালাও লা-ফাদ্বলুল্লা-হি 'আলাইকুম ওয়া
আছে তা মনে রেখো, তাহলে হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাবে। অতঃপর তোমরা এ অংগীকার হতে ফিরে গিয়েছ। যদি তোমাদের উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ

رَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ

রাহ্বমাতুহূ লাকুন্‌তুম মিনাল খা-সিরীন। ৬৫। ওয়া লাক্বাদ 'আলিমতুমুল্ লাযীনা'তাদাও মিনকুম ফিস্ সাব্‌তি
ও অনুকম্পা না হতো তাহলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (৬৫) তোমাদের মধ্যে শনিবার সম্পর্কে যারা বাড়াবাড়ি করেছিল তাদেরকে তোমরা অবশ্যই জান।

০ টীকা (আঃ ৬৫) ঃ ইহুদীদের জন্য বরকত ও ইবাদতের দিন হিসেবে শনিবার নির্দিষ্ট ছিল। তৌরাত কিতাবে নির্দেশ ছিল যে, এই দিন কোন শিকার বা অন্য পার্থিব কাজ করা যাবে না। এই শনিবার দিন অসংখ্য মাছ পানির উপর ভেসে উঠত এবং নানা রকম খেলা করত। ইহুদীরা ছিল মৎস্য শিকারী। তারা এই মাছের লোভ সামলাতে পারল না। সুতরাং তারা শুক্রবার দিন নদী সংলগ্ন নহর কেটে জোয়ারের সময় তাতে মাছ ও পানি আটকিয়ে রাখত এবং ভাটার সময় পানি ছেড়ে দিয়ে শনিবার দিন মাছ মারত। তারা বলত যে, এই মাছ শনিবারের নয়; বরং তা শুক্রবারের আটকানো মাছ। বনি-ইসরাঈলের অদৃশ্য আচরণে তাদের উপর আল্লাহর গজব পতিত হল। তারা আল্লাহর নির্দেশে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হল এবং ধ্বংস হয়ে গেল। (মাদারিক)

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٦﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

ফাক্বুলনা-লাহুম কূনূ ক্বিরাদাতান খা-সিঈন। ৬৬। ফাজ্বা'আলনা-হা- নাকা-লাল্ লিমা-বাইনা ইয়াদাইহা- ওয়ামা- খাল্ফাহা- ওয়া মাও'ইয়াতাল্

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এটাকে সমসাময়িক ও পরবর্তি লোকদের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাক্বীদের জন্য

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا

লিল মুত্তাক্বীন। ৬৭। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা- লিক্বাওমিহী ~ইন্নাল্লা-হা ইয়া'মুরুকুম আন্ তাযবাহূ বাক্বারাহ্ ; ক্বা-লূ~

উপদেশ স্বরূপ বানিয়েছি। (৬৭) আর মূসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে আদেশ করতেছেন। তারা বলল,

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

আতাত্তাখিযুনা হুযুওয়া ; ক্বা-লা আ'ঊযুবিল্লা-হি আন আকূনা মিনাল জ্বা-হিলীন। ৬৮। ক্বা-লুদ'উ লানা- রাব্বাকা

তুমি কি আমাদের সাথে তামাশা করতেছ? মূসা বলল, আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই। (৬৮) তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবের

يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ

ইয়ুবায়্যিললানা- মা-হিয় ; ক্বা-লা ইন্নাহূ ইয়াক্বূলু ইন্নাহা- বাক্বারাতুল লা-ফা-রিদ্বুওঁ ওয়ালা-বিক্র ; 'আওয়া-নুম্ বাইনা

নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি জানিয়ে দেন সেটি কিরূপ হবে? সে বলল, নিশ্চয়ই তিনি বলেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা, না যুবতী বরং তা মধ্য বয়সী। সুতরাং তোমরা

ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ

যা-লিক ; ফাফ'আলূ মা- তু'মারূন। ৬৯। ক্বালূদ'উ লানা- রাব্বাকা ইয়ুবায়্যিললানা- মা- লাওনুহা ; ক্বা-লা ইন্নাহূ

সম্পন্ন কর যা আদিষ্ট হয়েছ। (৬৯) তারা বলল, তোমার প্রতিপালককে বল, তিনি যেন আমাদেরকে তার (গাভীর) রং বলে দেন। মূসা বললেন, নিশ্চয়ই

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

ইয়াক্বূলু ইন্নাহা- বাক্বারাতুন ছাফরা—উ, ফা-ক্বি'উল্ লাওনুহা- তাসুররুন না-যিরীন। ৭০। ক্বা-লুদ'উ লানা-রাব্বাকা

আল্লাহ বলেছেন, তা হবে হলুদ বর্ণের গাভী। অতি গাঢ় তার বর্ণ, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়। (৭০) তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার রবকে বল, তিনি যেন

يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧١﴾ قَالَ إِنَّهُ

ইয়ুবায়্যিল্ লানা- মা- হিয়া ইন্নাল বাক্বারা তাশা-বাহা 'আলাইনা; ওয়া ইন্না~ইন শা—আল্লা-হু লামুহ্তাদূন। ৭১। ক্বা-লা ইন্নাহূ

গাভীটির (পূর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন, নিশ্চয়ই গাভিটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট (রয়েছে)। অতঃপর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা সঠিক পথ পাব। (৭১) মূসা বললেন

يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ

ইয়াক্বূলু ইন্নাহা-বাক্বারাতুল্ লা-যালূলুন তুছীরুল আর্দ্বা ওয়ালা- তাস্ক্বিল হ্বার্ছা ; মুসাল্লামাতুল লা-শিয়াতা

নিশ্চয়ই তিনি বলতেছেন, গাভীটি অবশ্যই কৃষিকাজে এবং সেচ কার্যে ব্যবহৃত নয়, সেটি সুস্থ সবল ও

✪ টীকা (আঃ ৬৭) ঃ একবার বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিহত হয়, কিন্তু হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে সন্দেহ অপবাদের রূপ ধারণ করল এবং পারস্পরিক অপবাদের দরুন এক ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। ঘটনাটি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি আল্লাহর নিকট এর মীমাংসার জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তাদেরকে একটি গাভী যবেহ করতে বল, অতঃপর যবেহকৃত গাভীর কোন এক অংশ দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করলে, সে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে, তার হত্যাকারীর নাম বলে দিবে। হযরত মূসা (আ) তাদেরকে গাভী যবেহ করতে বললে, তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী বিতর্ক আরম্ভ করে বলল, মূসা! তুমি কি আমাদের সাথে বিদ্রুপ করছ? নিহত ব্যক্তির ঘটনার সাথে গাভী যবেহের কি সম্পর্ক? আচ্ছা যদি বাস্তবিকই এটা আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ হয়ে থাকে, তবে বল, সে গাভীটি কিরূপ হতে হবে? কিছু বিস্তারিত বিবরণ জানা আবশ্যক। কেননা, উহা যথাযথ নিরূপণ করণ প্রসঙ্গে অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছি।

فِيهَا ۚ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ ৮ ع ১০ ৮ রুকূ

ফীহা; ক্বা-লুল আ-না জ্বি'তা বিল হাক্বক্ব ; ফাযাবাহূহা- ওয়ামা- কা-দূ ইয়াফ'আলূন। ৭২। ওয়া ইয্ ক্বাতাল্তুম

নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা তা যবেহ করল; অথচ তারা তা (যবেহ) করার চিন্তা-ও করছিল না। (৭২) আর যখন তোমরা একটি

نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٣﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ

নাফ্সান ফাদ্দা-রা'তুম ফীহা; ওয়াল্লা-হু মুখ্রিজুম মা-কুন্তুম তাকতুমূন। ৭৩। ফাক্বুলনাদ্ব্ রিবূহু বিবা'দিহা;

লোক হত্যা করে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করতেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে তা প্রকাশ করাটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম, তাকে (মৃতকে)

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ

কাযা-লিকা ইয়ুহ্ইল্লা-হুল মাওতা- ওয়া ইয়ুরীকুম আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম তা'ক্বিলূন। ৭৪। ছুম্মা ক্বাসাত কুলূবুকুম

এর কোন একটি অংশ দিয়ে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদের প্রদর্শন করেন, যেন তোমরা বুঝতে পার। (৭৪) এরপরও

مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ

মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাহিয়া কাল হিজ্বা-রাতি আও আশাদ্দু ক্বাসওয়াহ ; ওয়া ইন্না মিনাল হিজ্বা-রাতি লামা-ইয়াতাফাজ্জারু

তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। অথবা, পাথরের চেয়েও কঠিন। কারণ, কতক পাথর এমনও আছে যে, তা থেকে ঝরণা

مِنْهُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ

মিনহুল আনহা-র ; ওয়া ইন্না মিনহা- লামা- ইয়াশশাক্ক্বাক্বু ফাইয়াখরুজু মিনহুল মা—উ ; ওয়া ইন্না মিনহা- লামা- ইয়াহ্বিত্বু

ধারা প্রবাহিত হয়, আর কতক এরূপ যে, যা ফেটে পানি বের হয়। আর কতক এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে।

مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٥﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ

মিন খাশয়াতিল্লা-হ ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ৭৫। আফাতাত্বমা'উনা আই ইয়ু'মিনূ লাকুম ওয়া ক্বাদ

আর তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নহেন। (৭৫) (হে ঈমানদারগণ) তোমরা কি আশা করছ যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে?

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلٰمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ

কা-না ফারীকুম্ মিনহুম ইয়াসমা'উনা কালা-মাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুহাররিফূনাহূ মিম্ বা'দি মা- 'আক্বালূহু ওয়া হুম

অথচ তাদের ভিতরে তো এমনও একদল ছিল যারা আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করত, অতঃপর বুঝার পর জেনে-শুনে তা বিকৃত

يَعْلَمُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ

ইয়া'লামূন। ৭৬। ওয়া ইযা- লাক্বুল লাযীনা আ-মানূ কা-লূ~আ-মান্না- ওয়া ইযা-খালা- বা'দুহুম ইলা-বা'দ্বিন

করত। (৭৬) আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিজেরা একে অন্যের সাথে নিভৃতে মেলামেশা

✪ টীকা (আঃ ৭২) ঃ হযরত মূসা (আ)-এর সময়ে ইহুদীগণের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি অপরব্যক্তির কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রস্তাবকারী কন্যার পিতাকে হত্যা করে এবং হযরত মূসার নিকট উক্ত হত্যার সন্ধান দাবী করে। কিন্তু উক্ত নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী যে সে নিজেই, এটা স্বীকার করতে ছিল না। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিরাট কোন্দলের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে জবেহকৃত গরুর মাংসের এক টুকরা নিহত ব্যক্তির শরীরের সাথে লাগালে সে তৎক্ষণাৎ জীবিত হয়ে হত্যাকারীকে সনাক্ত করে। ফলে উক্ত হত্যাকারী সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। (মাওয়াহিব)

قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ক্বা-লূ~আতুহাদ্দিছূনাহুম বিমা- ফাতাহাল্লা-হু 'আলাইকুম লিইয়ুহা—জ্জুকুম বিহী 'ইন্দা রাব্বিকুম ; আফালা- তা'ক্বিলূন।
করে তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তা কি তাদেরকে তোমরা বলে দাও? এর দ্বারা তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে, তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। তোমরা কি তা বুঝতেছ না?

٧٧ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٨ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ

৭৭। আওয়ালা- ইয়া'লামূনা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়ুসিররূনা ওয়ামা- ইয়ু'লিনূন। ৭৮। ওয়া মিনহুম উম্মিইয়্যূনা লা-ইয়া'লামূনাল
(৭৭) তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে বা প্রকাশ করে আল্লাহ তা সবই জানেন (৭৮) তাদের কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের

অর্ধাংশ

ٱلْكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٩ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَٰبَ

কিতা-বা ইল্লা~আমা-নিইয়্যা ওয়া ইন্হুম ইল্লা-ইয়াযুন্নূন। ৭৯। ফাওয়াইলুল্ লিল্লাযীনা ইয়াকতুবূনাল কিতা-বা
কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, শুধু কিছু মিথ্যা আশাবাদ ও ভ্রান্ত ধারণায় নিমগ্ন, (৭৯) সুতরাং দুর্ভোগ্য তাদের জন্য, যারা স্বহস্তে কিতাব

بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلٌ لَّهُم

বিআইদীহিম ছুম্মা ইয়াক্বূলূনা হা-যা- মিন 'ইন্দিল্লা-হি লিইয়াশতারূ বিহী ছামানান ক্বালীলা; ফাওয়াইলুল্ লাহুম
লিখে বলে, এটা আল্লাহ্র কালাম, যাতে বিক্রয় করতে পারে তুচ্ছ মূল্যে। তারা যা স্বহস্তে লিখল

مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٨٠ وَقَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ

মিম্মা- কাতাবাত আইদীহিম ওয়া ওয়াইলুল্ লাহুম মিম্মা- ইয়াকসিবূন। ৮০। ওয়াক্বা-লূ লান তামাস্সানান্ না-রু ইল্লা~
আর উপার্জন করল, তা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনল। (৮০) আর তারা বলে, কখনও অগ্নি আমাদেরকে স্পর্শ করবে না,

أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥٓ ۖ أَمْ

আয়্যা-মাম মা'দূদাহ ; কুল আত্তাখাযতুম 'ইন্দাল্লা-হি 'আহদান ফালাই ইয়ুখলিফাল্লা-হু 'আহদাহূ~আম
নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যে, কখনও আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করবে না?

تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨١ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ

তাক্বূলূনা 'আলাল্লা-হি মা-লা-তা'লামূন। ৮১। বালা-মান কাসাবা সায়্যিআতাওঁ ওয়া আহ্বা-ত্বাত বিহী খাত্বী—আতুহূ
বা, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না? (৮১) হ্যাঁ যে ব্যক্তি পাপ কার্য করে আর তার পাপসমূহ তাকে ঘিরে ফেলে

فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨٢ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

ফাউলা—ইকা আস্বহা-বুন না-র, হুম ফীহা-খা-লিদূন। ৮২। ওয়াল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি
এরূপ লোকই জাহান্নামবাসী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৮২) আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারাই

রুকূ ৯

أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨٣ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا

উলা—ইকা আস্বহা-বুল জান্নাহ ; হুম ফীহা- খা-লিদূন। ৮৩। ওয়া ইয আখাযনা-মীছা-ক্বা বানী~ইস্রা—ঈলা লা-
জান্নাতবাসী। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (৮৩) আর যখন আমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম বনী ঈসরাইল হতে যে, তোমরা

تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

তা'বুদূনা ইল্লাল্লা-হ, ওয়া বিলওয়া-লিদাইনি ইহ্সা-নাওঁ ওয়া যিলকুরবা ওয়াল ইয়াতা-মা- ওয়াল মাসা-কীনি
আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না আর তোমরা সদয় ব্যবহার করবে বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও মিসকীনদের প্রতি,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ

ওয়া কূলূ লিন্না-সি হুস্নাওঁ ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয যাকা-হ; ছুম্মা তাওয়াল্লাইতুম ইল্লা- ক্বালীলাম্ মিনকুম
এবং মানুষকে ভাল কথা বলবে, আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে। অতঃপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত।

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

ওয়া আন্তুম মু'রিদূন। ৮৪। ওয়া ইয্ আখায্না-মীছা-ক্বাকুম লা-তাসফিকূনা দিমা—আকুম ওয়ালা- তুখ্রিজূনা
বস্তুত তোমরাই উপেক্ষাকারী। (৮৪) আর যখন আমি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করবে না

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ

আনফুসাকুম মিন দিয়া-রিকুম ছুম্মা আক্বরার্তুম ওয়া আন্তুম তাশ্হাদূন। ৮৫। ছুম্মা আন্তুম হা~উলা—ই
এবং আপনজনদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না। তোমরা তা স্বীকার করে নিয়েছিলে এবং তোমরাই এর সাক্ষী। (৮৫) অতঃপর তোমরাই

تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ

তাক্বতুলূনা আনফুসাকুম ওয়া তুখ্রিজূনা ফারীক্বাম্ মিনকুম মিন দিয়া-রিহিম তাযা-হারূনা
পরস্পরকে হত্যা করেছ এবং তোমাদের এক দলকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতেছ এবং তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করতেছ,

عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ

'আলাইহিম বিলইছমি ওয়াল 'উদওয়া-ন ; ওয়া ইইঁয়া'তূকুম উসা-রা- তুফা-দূহুম ওয়া হুওয়া মুহার্রামুন
পাপ ও অন্যায়মূলক। আবার তাদের কেউ যদি বন্দীরূপে তোমাদের নিকট আসে, তাহলে মুক্তিপণ দিয়ে তাদের

عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ

'আলাইকুম ইখ্রা-জুহুম ; আফাতু'মিনূনা বিবা'দ্বিল কিতা-বি ওয়া তাকফুরূনা বিবা'দ্ব, ফামা-জ্বাযা—উ
মুক্ত কর। অথচ তাদের বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মানতেছ ও কিছু অস্বীকার করতেছ? তোমাদের

مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ

মাই ইয়াফ'আলু যা-লিকা মিনকুম ইল্লা- খিযইয়ুন ফিল হ্বায়া-তিদ্ দুনইয়া, ওয়া ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইয়ুরাদ্দূনা
মধ্য থেকে যারা এরূপ করে তার শাস্তি হল ইহকালের লাঞ্ছিত জীবন ও পরকালে তারা কঠিনতম শাস্তির

✪ টীকা (আঃ ৮৫) ঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে আওস ও খায্রাজ-নামে দুইটি প্রতিমা পূজক এবং কুরায়যা ও বনু নাযীর নামে দুটি ইহুদী সম্প্রদায় ছিল। আওস এবং খায্রাজের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। আওসের সাথে বনু কুরায়যা এবং খায্রাজের সাথে বনু নাযীর গোত্র বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। ইহুদীদের উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ বন্ধু সম্প্রদায়কে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করত। অতএব, ইহুদীদের লোক এসমস্ত যুদ্ধে নিহত, দেশান্তর বা বন্দী হত। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যে কেউ বন্দী হলে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্ধু গোত্রকে অর্থ দ্বারা রাজী করিয়ে উক্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলত, বন্দীকে মুক্ত করা ধর্মীয় কর্তব্য। কিন্তু হত্যা ও দেশান্তর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে বলত, বিপদে স্বধর্মের সাহায্য না করে পারি না। এখানে এরই নিন্দা করা হয়েছে। (বঃ কোঃ)

إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟

ইলা~আশাদ্দিল 'আযা-ব ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ৮৬। উলা—ইকাল্লাযীনাশ্ তারাউল

দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। আর আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর নহেন। (৮৬) তারাই পরকালের বিনিময়

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ

হ্বায়া-তাদ্ দুনইয়া- বিল আ-খিরাহ্, ফালা-ইয়ুখাফ্ফাফু 'আন্হুমুল 'আযা-বু ওয়া লা-হুম ইয়ুন্স্বারূন। ৮৭। ওয়ালাক্বাদ

পার্থিব জীবন ক্রয় করল, সুতরাং তাদের শাস্তি হ্রাস করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যই পাবে না। (৮৭) নিশ্চয় আমি

ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ بِٱلرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ

আ-তাইনা-মূসাল কিতা-বা ওয়া ক্বাফ্ফাইনা- মিম্ বা'দিহী বির্রুসুল, ওয়া আ-তাইনা- 'ঈসাব্না মার্ইয়ামাল

মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপর পর্যায়ক্রমে রাসূল পাঠিয়েছি। আর ঈসা ইবনে মারইয়ামকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী

ٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَيَّدْنَٰهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌۢ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ

বায়্যিনা-তি ওয়া আইয়্যাদনা-হু বিরূহিল কুদুস ; আফাকুল্লামা- জ্বা—আকুম রাসূলুম্ বিমা- লা-তাহ্ওয়া~

প্রদান করেছি এবং আমি তাঁকে সাহায্য করেছি পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল) দ্বারা। তারপর যখনই কোন রাসূল, তোমাদের মনঃপুত নয়

أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا۟ قُلُوبُنَا

আনফুসুকুমুস তাক্বার্তুম, ফাফারীক্বান কায্যাব্তুম, ওয়া ফারীক্বান তাক্বতুলূন। ৮৮। ওয়া ক্বা-লূ কুলূবুনা-

এমন কোন বস্তু নিয়ে আসল, তখনই দম্ভ ভরে তাদের কতককে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ এবং কতককে হত্যা করেছ। (৮৮) আর তারা বলে, আমাদের অন্তরসমূহ

غُلْفٌۢ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ

গুলফ্; বাল্ লা'আনাহুমুল্লা-হু বিকুফ্রিহিম ফাক্বালীলাম্ মা-ইয়ু'মিনূন। ৮৯। ওয়া লাম্মা- জ্বা—আহুম কিতা-বুম্ মিন

সুরক্ষিত; বরং আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন তাদের কুফরীর জন্য। সুতরাং তাদের কম সংখ্যকই বিশ্বাস করে। (৮৯) আর যখন আল্লাহর তরফ

عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا۟ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ

'ইন্দিল্লা-হি মুস্বাদ্দিকুল্ লিমা-মা'আহুম ওয়া কা-নূ মিন ক্বাব্লু ইয়াস্তাফ্তিহূনা 'আলাল্লাযীনা কাফারূ

হতে তাদের সামনে সে কিতাব আসল, যা তাদের কিতাবেরও সত্যতা প্রমাণকারী; অথচ পূর্বে সে কিতাবের দ্বারা কাফিরদের উপর জয়ী হওয়ার প্রার্থনা করত।

فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُوا۟ كَفَرُوا۟ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ

ফালাম্মা- জ্বা—আহুম্ মা- 'আরাফূ কাফারূ বিহ, ফালা'নাতুল্লা-হি 'আলাল কা-ফিরীন। ৯০। বি'সামাশতারাও বিহী~

যখন তা এসে গেল, যা তাদের পরিচিত; তারা তা অস্বীকার করল। সুতরাং আল্লাহর অভিশাপ কাফিরদের উপর। (৯০) যে বস্তুর বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে

أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ

আন্ফুসাহুম আই ইয়াক্ফুরূ বিমা~আন্যালাল্লা-হু বাগ্ইয়ান আই ইয়ুনাযযিলাল্লা-হু মিন ফাদ্বলিহী 'আলা-

বিক্রয় করল তা কতই খারাপ। তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এ হিংসায় যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে

مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ۭ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

মাই ইয়াশা—উ মিন 'ইবা-দিহ, ফাবা—উ বিগাদ্বাবিন 'আলা- গাদ্বাব ; ওয়া লিলকা-ফিরীনা 'আযা-বুম্ মুহীন।
যে বান্দার উপর যা খুশী অবতীর্ণ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। কাফিরদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ ۝٩١

৯১। ওয়া ইযা-ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ বিমা~আনযালাল্লা-হু ক্বা-লূ নু'মিনু বিমা~উনযিলা 'আলাইনা- ওয়া ইয়াকফুরূনা
(৯১) আর যখন তাদেরকে বলা হল, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার উপর ঈমান আন। তারা বলল, আমরা ঈমান আনব আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে।

بِمَا وَرَآءَهٗ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۭ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ

বিমা- ওয়ারা—আহু, ওয়া হুওয়াল হ্বাক্বকু মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- মা'আহুম ; কুল ফালিমা তাক্বতুলূনা আম্বিয়া—আল্লা-হি মিন
সেটি ছাড়া সবগুলো তারা অবিশ্বাস করে। অথচ তা সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তাকেও সত্যায়িত করে। বল কেন তোমরা পূর্বেকার আল্লাহর নবীগণকে হত্যা

قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩٢ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ

ক্বাবলু ইন কুন্তুম্ মু'মিনীন। ৯২। ওয়া লাক্বাদ জ্বা—আকুম মূসা- বিল বায়্যিনা-তি ছুম্মাত তাখায্তুমুল
করতে, যদি তোমরা মুমিনই হয়ে থাক? (৯২) নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছিলেন। তারপরও তোমরা গো বৎসকে উপাস্যরূপে

الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۝٩٣ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

'ইজ্বলা মিম্ বা'দিহী ওয়া আন্তুম স্বা-লিমূন। ৯৩। ওয়া ইয্ আখাযনা- মীছা-ক্বাকুম ওয়া রাফা'না- ফাওক্বাকুমুত্ব
গ্রহণ করেছিলে। বস্তুতঃ তোমরা ছিলে অত্যাচারী। (৯৩) আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমাদের উপর

الطُّوْرَ ۭ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ۭ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۤ وَاُشْرِبُوْا فِيْ

তূর ; খুযূ মা~আ-তাইনা-কুম বিকুওয়্যাতিওঁ ওয়াস্মা'উ ; ক্বা-লূ সামি'না- ওয়া 'আস্বাইনা-, ওয়া উশরিবূ ফী
তুর পাহাড় তুলে ধরে বললাম, আমি যা তোমাদেরকে দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধর ও আমার কথা শোন। তোমরা বলেছিলে, আমরা শোনলাম এবং অমান্য করলাম।

قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۭ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

কুলূবিহিমুল 'ইজ্বলা বিকুফ্রিহিম ; কুল বি'সামা- ইয়া'মুরুকুম বিহী~ঈমা-নুকুম ই কুন্তুম মু'মিনীন।
আসলে তাদের অন্তরসমূহে কুফরীর কারণে গোবৎস মোহ বিদ্যমান। বলুন, কতইনা খারাপ কাজের নির্দেশ করতেছে তোমাদের ঈমান, যদি তোমরা ঈমানদারই হও।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ ۝٩٤

৯৪। কুল ইন্ কা-নাত লাকুমুদ্ দা-রুল আ-খিরাতু 'ইন্দাল্লা-হি খা-লিস্বাতাম মিন দূনিন্ না-সি
(৯৪) বলুন, আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্যদের বাদ দিয়ে তোমাদের জন্যই যদি শুধু হয়ে থাকে। তবে তোমরা

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٩٥ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۭ وَاللّٰهُ

ফাতামান্নাউল মাওতা ইন কুন্তুম স্বা-দিক্বীন। ৯৫। ওয়া লাই ইয়াতামান্নাওহু আবাদাম বিমা- ক্বাদ্দামাত আইদীহিম ; ওয়াল্লা-হু
মৃত্যু কামনা করে তার সত্যতা প্রমাণ কর। (৯৫) কিন্তু কখনও তারা কামনা করবে না তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আল্লাহ

عليم بالظلمين ﴿٩٦﴾ ولتجدنهم احرص الناس على حيوة ج ومن الذين اشركوا ج

'আলীমুম্ বিয্ যা-লিমীন। ৯৬। ওয়া লাতাজ্বিদাননাহুম আহ্বরাস্বান না-সি 'আলা- হ্বায়া-হ্, ওয়া মিনাল্ লাযীনা আশরাকূ
জালিমদের ভালভাবেই জানেন। (৯৬) আর আপনি মানুষের মধ্যে তাদেরকেই অধিক লালসা গ্রস্ত পাবেন, দীর্ঘ জীবী হবার।

يود احدهم لو يعمر الف سنة ج وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر ط

ইয়াওয়াদ্দু আহ্বাদুহুম লাও ইয়ু'আম্মারু আলফা সানাহ, ওয়ামা- হুওয়া বিমুযাহ্বযিহ্বিহী মিনাল 'আযা-বি আঁই ইয়ু'আম্মার ;
এমনকি মুশরিকের চেয়েও, তারা প্রত্যেকেই চায় যদি হাজার বছর বাঁচত। যতদিনই বাঁচুক শাস্তি হতে তাদেরকে নিস্তার দিতে পারবে না।

والله بصير بما يعملون ﴿٩٧﴾ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على

ওয়াল্লা-হু বাস্বিরুম্ বিমা- ইয়া'মালূন। ৯৭। কুল মান কা-না 'আদুওয়্যাল লিজ্বিব্‌রীলা ফাইন্নাহূ নাযযালাহূ 'আলা-
তারা যা করতেছে আল্লাহ তা দেখতেছেন। (৯৭) আপনি জিব্রাঈলের শত্রুদেরকে বলুন, সে অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশে আপনার

قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ○

ক্বাল্‌বিকা বিইযনিল্লা-হি মুস্বাদ্দিক্বাল্ লিমা- বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া হুদাওঁ ওয়া বুশ্‌রা- লিল মু'মিনীন।
অন্তরে কোরআন অবতীর্ণ করেছে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। আর মুমিনদের জন্য পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ দাতা।

﴿٩٨﴾ من كان عدوا لله وملئكته ورسله وجبريل وميكل فان الله عدو

৯৮। মান কা-না 'আদুওয়্যাল্ লিল্লা-হি ওয়া মালা—ইকাতিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়া জ্বিব্‌রীলা ওয়ামীকা-লা ফাইন্নাল্লা-হা আদুব্বুল্
(৯৮) যারা আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতা ও রাসূল এবং জিব্রাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা সে

للكفرين ﴿٩٩﴾ ولقد انزلنا اليك ايت بينت ج وما يكفر بها الا الفسقون ○

লিল কা-ফিরীন। ৯৯। ওয়া লাক্বাদ আন্‌যালনা~ইলাইকা আ-ইয়া-তিম বায়্যিনা-ত ; ওয়ামা- ইয়াক্‌ফুরু বিহা~ইল্লাল ফা-সিকূন।
কাফিরদের শত্রু। (৯৯) আর আমি আপনার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন নাযিল করেছি। পাপীরা ব্যতীত কেউই তা অস্বীকার করে না।

﴿١٠٠﴾ اوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم ط بل اكثرهم لا يؤمنون ﴿١٠١﴾ ولما

১০০। আওয়া কুল্লামা- 'আ-হাদূ 'আহ্‌দান নাবাযাহূ ফারীকুম্ মিন্‌হুম ; বাল আকছারুহুম লা-ইয়ু'মিনূন। ১০১। ওয়া লাম্মা-
(১০০) তারা যখনই কোন ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তাদের একদল তা ভঙ্গ করেছে; বরং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না। (১০১) যখন

جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا

জ্বা—আহুম রাসূলুম্ মিন 'ইন্দিল্লা-হি মুস্বাদ্দিকুল্ লিমা-মা'আহুম নাবাযা ফারীকুম্ মিনাল্‌লাযীনা উতুল
তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল আসল, তাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে, তখন সে কিতাবধারীদের

✪ টীকা (আঃ ৯৬) ঃ কেননা, তারা নিশ্চিতরূপেই জানত যে, তারা বাতিল ও কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত, পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুমেনগণ সত্য ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, কাজেই ভয়ে তারা মুখটি পর্যন্ত নাড়তে পারল না। নতুবা রাসূল (সা)-এর সাথে তাদের যে শত্রুতা ছিল– যার দরুন রাসূল (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর উত্তেজিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর কামনা করে ফেলত। কিন্তু তারা ভয়ে এরূপ আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল যে, পাথরের ন্যায় দাড়িয়ে রইল ; বস্তুতঃ ইহা হুযূর (সা)-এর একটি অতি বড় মু'জেযা। ✪ শানে নুযূল (আঃ ৯৮) ঃ ইহুদীরা বলত যে, জিবরাঈল (আ) হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর নিকট কোরআন শরীফ আনয়ন করেন, তিনি আমাদের প্রধান শত্রু। অতএব, জিবরাঈলের পরিবর্তে অপর কোন ফেরেশতা কোরআন নিয়ে আসলে আমরা মোহাম্মদের উপর ঈমান আনতাম। আল্লাহ একে লক্ষ্য করেই আয়াতটি নাযিল করেছেন। (মুঃ কোঃ)

الْكِتٰبَ ۗ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا

কিতা-ব, কিতা-বাল্লা-হি ওয়ারা—আ যুহূরিহিম কাআন্নাহুম লা-ইয়া'লামূন। ১০২। ওয়াত্তাবা'উ মা-তাতলুশ

একদল আল্লাহ্র কিতাব এমনভাবে পশ্চাতে নিক্ষেপ করে দিল যেন তারা কিছুই জানে না। (১০২) এবং তারা অনুসরণ করল

الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ

শাইয়া-ত্বীনু 'আলা-মুলকি সুলাইমা-ন, ওয়ামা-কাফারা সুলাইমা-নু ওয়ালা- কিন্নাশ শায়া-ত্বীনা কাফারূ ইয়ু'আল্লিমূনান্

সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করে নি, বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে

النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ

না-সাস্ সিহ্র, ওয়ামা~উন্যিলা 'আলাল মালাকাইনি বিবা-বিলা হা-রূতা ওয়া মা-রূত ; ওয়ামা- ইয়ু'আল্লিমা-নি

যাদু শিক্ষা দিত। আর ব্যবিলনে হারুত ও মারুতের উপর অবতীর্ণ বস্তুও শিক্ষা দিত। তারা (ফিরিশতাদ্বয়) কাউকে শিক্ষা দিত না

مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا

মিন আহাদিন হাত্তা- ইয়াকূলা~ইন্নামা- নাহ্নু ফিত্নাতুন ফালা-তাকফুর ; ফাইয়াতা'আল্লামূনা মিনহুমা- মা-

তারা তা শিখাবার পূর্বে প্রত্যেককে বলত, আমরা কিন্তু পরীক্ষা স্বরূপ এসেছি। কাজেই তোমরা কুফরী কর না। অতঃপর তারা তাদের

يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ

ইয়ুফাররিকূনা বিহী বাইনাল মারই ওয়া যাওজিহ ; ওয়ামা-হুম বিদ্বা—ররীনা বিহী মিন আহাদিন ইল্লা- বিইযনিল্লা-হ ;

নিকট থেকে শিখত যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। অথচ তারা আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তা দ্বারা কারো ক্ষতি করতে পারত না।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِيْ

ওয়া ইয়াতা'আল্লামূনা মা-ইয়াদ্বুররুহুম ওয়ালা-ইয়ানফা'উহুম; ওয়া লাক্বাদ 'আলিমূ লামানিশ তারা-হু মা-লাহূ ফিল

আর তারা এমন কিছু শিখে, যা তাদের ক্ষতি সাধন ছাড়া কোন উপকারে আসে না। তারা নিশ্চিত জানে যে, যে কেউ সে যাদু অবলম্বন করে,

الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ

আ-খিরাতি মিন খালা-ক্বি ; ওয়া লাবি'সা মা-শারাও বিহী~আনফুসাহুম ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ১০৩। ওয়া লাও আন্নাহুম

আখিরাতে তার কোন হিস্সা নেই। তা অতি নিকৃষ্ট যার বিনিময় তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা বুঝত। (১০৩) যদি তারা

اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٠٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আ-মানূ ওয়াত্তাক্বাও লামাছূবাতুম মিন 'ইন্দিল্লা-হি খাইর ; লাও কা-নূ ইয়া'লামূন। ১০৪। ইয়া~আইয়ুহাল্ লাযীনা আ-মানূ

ঈমান আনত ও মুত্তাকী হত, তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর কাছে পুরস্কার পেত, যদি তারা জানত। (১০৪) হে মুমিনগণ! তোমরা 'রা-ইনা' বল

১২ ع ৭ ১২ রুকূ

✪ ঘটনা (আঃ ১০২) ঃ হযরত সুলায়মানের রাজত্বকালে জ্বিনেরা যাদুর প্রক্রিয়া সম্বলিত একটি গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। হযরত সুলায়মান উক্ত কিতাবটি একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করতঃ মাটিতে পুঁতে ফেলেন। হযরত সুলায়মানের মৃত্যুর পর জ্বিনেরা তা বের করে লোক সমাজে বলল যে, সুলায়মান এ কিতাবের বলেই রাজত্ব করতেন। আল্লাহ একথারই খণ্ডন করে বলেন যে, সুলায়মান যাদুর আমল করতেন না। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১০২) ঃ এক সময় বাবেল শহরে যাদু-বিদ্যার খুব প্রচলন ছিল। তার প্রভাবে মুর্খ লোকেরা যাদুকরের যাদু এবং নবীর মু'জেযার পার্থক্য বুঝতে পারত না। কেউ কেউ যাদুকে মু'জেযা মনে করে যাদুকরকে নবীর ন্যায় অনুসরণীয় মনে করত। এই ধাঁধা ও ভ্রান্তি দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা হারূত-মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে তথায় পাঠিয়ে যাদুবিদ্যার মূলতত্ত্ব মানুষকে বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَا يَوَدُّ

লা তাকূলূ রা-'ইনা- ওয়া কূলুন্ যুরনা- ওয়াস্মা'উ ; ওয়া লিল কা-ফিরীনা 'আযা-বুন আলীম। ১০৫। মা- ইয়াওয়াদ্দুল

না বরং তোমরা 'উনজুরনা' বল। আর তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন। অনন্তর কাফিরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (১০৫) আহলে কিতাবদের

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ

লাযীনা কাফারূ মিন আহ্লিল কিতা-বি ওয়া লাল মুশরিকীনা আইঁ ইয়ুনাযযালা 'আলাইকুম মিন খাইরিম্

মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন

مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

মির্ রাব্বিকুম ; ওয়াল্লা-হু ইয়াখ্তাস্বস্বু বিরাহ্মাতিহী মাইঁ ইয়াশা—উ ; ওয়াল্লা-হু যুল ফাদ্বলিল 'আযীম।

কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন তার অনুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

﴿١٠٦﴾ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

১০৬। মা-নান্সাখ মিন আ-ইয়াতিন আও নুন্সিহা- না'তি বিখাইরিম মিন্হা~আও মিছলিহা; আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি

(১০৬) আমি কোন আয়াতকে রহিত করলে বা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা তদানুরূপ আনয়ন করি। তুমি কি জান না

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٧﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

শাইয়িন ক্বাদীর। ১০৭। আলাম তা'লাম আন্নাল্লা-হা লাহূ মুলকুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব ; ওয়ামা- লাকুম্ মিন দূনি

নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১০৭) তুমি কি জাননা নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহরই ? আর তোমাদের জন্য

اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٨﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ

ল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা-নাস্বীর। ১০৮। আম তুরীদূনা আন তাসআলূ রাসূলাকুম কামা-সুইলা মূসা- মিন

আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক এবং সাহায্যকারী নেই। (১০৮) তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেরূপ প্রশ্ন করতে চাও? যেরূপ ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন

قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٩﴾ وَدَّ كَثِيرٌ

ক্বাবল; ওয়া মাইঁ ইয়াতাবাদ্দালিল কুফরা বিল ঈমা-নি ফাক্বাদ দ্বাল্লা সাওয়া—আস্ সাবীল। ১০৯। ওয়াদ্দা কাছীরুম্

করা হতো? যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী গ্রহণ করছে, সে অবশ্যই সঠিক পথ হারিয়েছে। (১০৯) আহলে কিতাবদের

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ

মিন আহলিল কিতা-বি লাও ইয়ারুদ্দূনাকুম মিম্ বা'দি ঈমা-নিকুম কুফ্ফা-রান হ্বাসাদাম্ মিন 'ইন্দি

অনেকেই তাদের অন্তরে নিহিত হিংসার দরুন চায়, তোমরা ঈমান আনার পর যদি কুফরীতে ফিরে যেতে,

أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ

আনফুসিহিম মিম্বা'দি মা-তাবাইয়্যানা লাহুমুল হাক্কু, ফা'ফূ ওয়াস্বফাহূ হ্বাত্তা- ইয়া'তিয়াল্লা-হু

তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও। তোমরা ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত;

بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ١١٠ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا

তিন চতুর্থাংশ

বিআম্‌রিহ্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। ১১০। ওয়া আক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া আ-তুয যাকা-হ ; ওয়ামা-
নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর তোমরা

تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

তুক্বাদ্দিমূ লিআন্‌ফুসিকুম মিন খাইরিন তাজিদূহু 'ইন্দাল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা বিমা-তা'মালূনা বাস্বীর।
সৎকর্ম যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু কর তা আল্লাহ দেখেন।

١١١ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قُلْ

১১১। ওয়া ক্বা-লূ লাই ইয়াদখুলাল জান্নাতা ইল্লা-মান কা-না হূদান আও নাস্বা-রা; তিলকা আমা-নিইয়্যুহুম ; কুল
(১১১) আর তারা বলে, ইয়াহুদী ও নাসারা ছাড়া অন্য কেউ কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না। এটা তাদের কল্পনা বিলাস। আপনি বলুন,

هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ١١٢ بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

হা-তূ বুরহা-নাকুম ইন কুন্‌তুম স্বা-দিক্বীন। ১১২। বালা- মান আস্‌লামা ওয়াজ্‌হাহূ লিল্লা-হি ওয়া হুওয়া মুহ্‌সিনুন
যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ পেশ কর। (১১২) হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সৎকর্ম পরায়ন হয়েছে,

فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ١١٣ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ ১৩ ع ১৩ রুকূ

ফালাহূ~আজ্‌রুহূ 'ইন্দা রাব্বিহ, ওয়ালা- খাওফুন 'আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহ্‌যানূন। ১১৩। ওয়াক্বা-লাতিল ইয়াহূদু
তাঁর পুরস্কার রয়েছে তার রবের নিকট। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (১১৩) আর ইয়াহুদীরা বলে,

لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ

লাইসাতিন্ নাস্বা-রা- 'আলা-শাইয়িঁও ওয়াক্বা-লাতিন্ নাস্বা-রা- লাইসাতিল ইয়াহূদু 'আলা- শাইয়িঁও ওয়া হুম ইয়াতলূনাল
খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই। তেমনি খ্রিস্টানরা বলে, ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা (উভয় দল)

الْكِتٰبَ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

কিতা-ব ; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্ লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা মিছলা ক্বাওলিহিম, ফাল্লা-হু ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম
কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং আল্লাহ কিয়ামতের দিন

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ١١٤ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ

ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি ইয়াখ্‌তালিফূন। ১১৪। ওয়ামান আয্‌লামু মিম্মাম্ মানা'আ মাসা-জিদাল্লা-হি আঁই
মীমাংসা করবেন তাদের-মধ্যে, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। (১১৪) তার চেয়ে অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৩) ঃ ইহুদীরা তাওরাত এবং নাছারারা ইঞ্জিল পাঠ করে। উভয় কিতাবের মধ্যেই উভয় কিতাবের এবং উভয় রাসূলের সত্যতামূলক বর্ণনা রয়েছে– ইহুদীরা বলে, নাছারা ধর্ম কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, অনুরূপভাবে নাছারারাও বলে, ইহুদী ধর্ম কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়– কিতাবীগণের পরস্পর পরস্পরের এরূপ উক্তি শ্রবণ করে আরবের কাফেরেরাও উত্তেজিত হয়ে বলেছে, ইহুদী ও নাছারাদের উভয় ধর্মই ভিত্তিহীন। আমরাই সত্যের উপর আছি। (বঃ কোঃ) ✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৪) ঃ ...... ومن اظلم কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীমকে (সা) আল্লাহর ঘরের কাছে পৌছার পরে মসজিদুল হারামে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিল। এ কারণে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাঃ ইবনে কাসীর)

بِذِكْرِ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا

ইয়ুয্কারা ফীহাসমুহূ ওয়া সা'আ- ফী খারা-বিহা; উলা—ইকা মা-কা-না লাহুম আইঁ ইয়াদখুলূহা~ইল্লা-

স্মরণ করতে নিষেধ করে এবং চেষ্টা চালায় তা ধ্বংসের? অথচ এদের পক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া মসজিদসমূহে প্রবেশ

خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ

খা—ইফীন ; লাহুম ফিদ্ দুনইয়া-খিযইয়ুঁ ওয়া লাহুম ফিল আ-খিরাতি 'আযা-বুন 'আযীম। ১১৫। ওয়া লিল্লা- হিল মাশরিক্

করা সমীচীন ছিল না, তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১১৫) আর পূর্ব ও পশ্চিম

وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ

ওয়াল মাগরিবু ফাআইনামা- তুওয়াল্লূ ফাছাম্মা ওয়াজ্হুল্লা-হ ; ইন্নাল্লা-হা ওয়া-সি'উন 'আলীম। ১১৬। ওয়াক্বা-লুত্ তাখাযা

আল্লাহর জন্যই। সুতরাং যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন সেদিকই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ। (১১৬) আর তারা বলে,

اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾

ল্লা-হু ওয়ালাদান সুবহা-নাহ ; বাল্ লাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; কুল্লুল্ লা-হূ ক্বা-নিতূন।

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তা থেকে পবিত্র; বরং আল্লাহর জন্যই আকাশ ও জমিনের মধ্যকার সবকিছুই। সবই তাঁর একান্ত অনুগত।

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿١١٧﴾

১১৭। বাদী'উস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আর্দ্ব ; ওয়া ইযা- ক্বাদ্বা~আম্রান ফাইন্নামা-ইয়াক্বূলু লাহূ কুন ফাইয়াকূন।

(১১৭) তিনি আকাশমন্ডলী ও যমিনের সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু বলেন, হও, অনন্তর তা হয়ে যায়।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা লা-ইয়া'লামূনা লাওলা-ইয়ুকাল্লিমুনাল্লা-হু আও তা'তীনা~আ-ইয়াহ্; কাযা-লিকা ক্বা-লাল্লাযীনা

(১১৮) আর যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা আমাদের নিকট কেন কোন নিদর্শন আসে না? অনুরূপ তাদের

مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٩﴾

মিন্ ক্বাবলিহিম মিছলা ক্বাওলিহিম ; তাশা-বাহাত ক্বুলূবুহুম; ক্বাদ বাইয়্যান্নাল আ-ইয়া-তি লিক্বাওমিইঁ ইয়ুক্বিনূন।

পূর্ববর্তীগণও তাদের মতই কথা বলত। একই রকম তাদের অন্তর। নিশ্চয়ই আমি নিদর্শনাবলী দৃঢ় প্রত্যয়শীল জাতির জন্য বর্ণনা করে দিয়েছি।

✪ টীকা (আঃ ১১৫) ঃ ولله المشرق ..... ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কিবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন– আল্লাহ তো বিশেষ কোনও দিকের নন। বরং তিনি সমগ্র স্থান ও দিক হতে পবিত্র ও মুক্ত। তবে তোমরা তাঁর নির্দেশে যে কোন দিকেই মুখ ফেরাবে, সে দিকেই তাঁর দৃষ্টি আছে। তিনি তোমাদের ইবাদাত কবুল করে নিবেন। কেউ বলেন– এ আয়াত সফরে নফল সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ। অথবা, সফরে কিব্লা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (তাঃ উসমানী)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১১৫) ঃ এক সময় কতিপয় মুসাফের রাত্রে মেঘের ঘন অন্ধকারে কেবলা নির্ণয় করতে না পেরে অনুমান দ্বারা বিভিন্ন দিকে নামায পড়েছিল। পরে দেখা গেল, কারো কেবলা ঠিক হয় নাই। মদীনায় এসে তারা হুযূর (সা)-এর নিকট উক্ত নামাযের ক্বাযা পড়বার অনুমতি চাইলে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১১৮) ঃ لولا يكلمنا একদা রাফে' ইবনে হুরায়মালা নবী করীম (সা)-কে বলল– হে মুহাম্মদ! তুমি যদি সত্যই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাক, তবে তাঁকে বল– তিনি যেন আমাদের সাথে কথা বলেন এবং আমরা যেন তাঁর কথা শুনতে পাই। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাঃ ইবনে কাসীর)

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَا تُسْـَٔلُ عَنْ أَصْحَٰبِ ٱلْجَحِيمِ ۝١١٩

১১৯। ইন্না~আর্‌সাল্‌না-কা বিল্‌হাক্বক্বি বাশীরাওঁ ওয়া নাযীরাওঁ ওয়ালা- তুসআলু 'আন আস্বহা-বিল জ্বাহীম।

(১১৯) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্বন্ধে জবাব দিহি করতে হবে না।

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ ۝١٢٠

১২০। ওয়ালান তারদ্বা-'আনকাল ইয়াহূদু ওয়ালান্ নাস্বা-রা- হাত্তা- তাত্তাবি'আ মিল্লাতাহুম ; কুল ইন্না

(১২০) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণ কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসারী হবেন। বলুন,

هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ

হুদাল্লা-হি হুওয়াল হুদা ; ওয়া লাইনিত্‌তাবা'তা আহওয়া—আহুম বা'দাললাযী জ্বা—আকা

আল্লাহর পথ প্রদর্শনই একমাত্র পথ নির্দেশ। আর আপনার নিকট অহী আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল খুশির

مِنَ ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝١٢١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ

মিনাল 'ইলমি মা- লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়ালিইয়্যিওঁ ওয়ালা- নাস্বীর। ১২১। আল্লাযীনা আ-তাইনা- হুমুল কিতা-বা

অনুসরণ করেন, তবে আপনার জন্য আল্লাহর তরফের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১২১) যাদেরকে কিতাব প্রদান

يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

ইয়াতলূনাহূ হাক্বক্বা তিলা-ওয়াতিহ ; উলা—ইকা ইয়ু'মিনূনা বিহ ; ওয়া মাই ইয়াকফুর বিহী ফাউলা—ইকা হুমুল

করেছি তাদের মধ্যে যারা তা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করে, তারাই এতে বিশ্বাস করে। আর যারা অবিশ্বাস করে তারাই ১৪

ٱلْخَٰسِرُونَ ۝١٢٢ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ع ১৪ রুকূ

খা-সিরূন। ১২২। ইয়া-বানী~ইস্‌রা—ঈলায কুরূ নি'মাতিইয়াল্ লাতী~আন'আমতু 'আলাইকুম

ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী ইসরাঈল! আমি যে সব নিয়ামত (অনুগ্রহ) তোমাদেরকে প্রদান করেছি তা স্মরণ কর।

وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٢٣ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ

ওয়া আন্নী ফাদ্বদ্বালতুকুম 'আলাল 'আ-লামীন। ১২৩। ওয়াত্তাকূ ইয়াওমাল্ লা-তাজ্‌যী নাফসুন 'আন্ নাফসিন

আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (১২৩) আর তোমরা সে দিনটিকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না ও কারো

شَيْـًٔا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝١٢٤ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ

শাইআওঁ ওয়ালা- ইয়ুক্ববালু মিনহা- 'আদলুওঁ ওয়ালা- তানফা'উহা- শাফা-'আতুওঁ ওয়ালা-হুম ইয়ুনস্বারূন। ১২৪। ওয়া ইযিবতালা~

নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না। আর কোন কাজে আসবে না কারো সুপারিশ এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (১২৪) আর ইব্রাহীমকে যখন

১ ওয়াক্‌ফে মঞ্জিল

✪ শানে নুযূল (আঃ ১২০) ঃ জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম প্রথম কোন কোন জায়েয বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা বশতঃ কিতাবীদের চিত্ত জয়ের উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে রায় দিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি এরূপ ব্যবহার থেকে ক্ষান্ত হোন, যদিও 'তারা আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে এরূপ একটি মহান উদ্দেশ্য আপনার অন্তরে নিহিত আছে। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১২৪) ঃ হযরত ইবরাহীমের পরীক্ষার বিষয়াবলী ঃ যেমন হজ্জের ক্রিয়াদি, খাতনা, নখচুল কাটা, মিসওয়াক করা প্রভৃতি। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুসারে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ কাজগুলো পালন করেন। কোনটির মাঝে কোনও প্রকার ত্রুটি রাখেন নি। এর পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে মানব জাতির নেতা বানিয়ে দেয়া হয়। (তাঃ উসমানী)

إِبْرٰهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ

ইব্রা-হীমা রাব্বুহূ বিকালিমা-তিন ফাআতাম্মাহুন্না ; ক্বা-লা ইন্নী জ্বা-'ইলুকা লিন্না-সি ইমা-মা ; ক্বা-লা

তার প্রভু কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন, এবং তিনি তা পূর্ণ করলেন। আল্লাহ বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা বানাব। ইবরাহীম বলল,

وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

ওয়া মিন যুররিয়্যাতী ; ক্বা-লা লা-ইয়ানা-লু 'আহ্দিয্ব্ব্বা-লিমীন। ১২৫। ওয়াইয্ জ্বা'আলনাল বাইতা মাছা-বাতাল

আমার বংশধরগণের মধ্যে হতেও। তিনি বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের বেলায় প্রযোজ্য হবে না। (১২৫) আর যখন আমি কা'বা গৃহকে

لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۖ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهِمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرٰهِمَ

লিন্না-সি ওয়া আম্না-; ওয়াত্তাখিযূ মিম্ মাক্বা-মি ইব্রা-হীমা মুছাল্লা ; ওয়া 'আহিদনা~ইলা~ইব্রা-হীমা

মানুষের মিলন কেন্দ্র ও নিরাপদাগার বানিয়েছি; আর (নির্দেশ করলাম) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে সালাতের স্থান রূপে নির্ধারণ কর। আর আমি

وَإِسْمٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ

ওয়া ইসমা-'ঈলা আন ত্বাহ্হিরা বাইতিয়া লিত্ত্বা—ইফীনা ওয়াল 'আ-কিফীনা ওয়ার রুক্কা'ইস সুজ্বূদ। ১২৬। ওয়াইয্

নির্দেশ দিলাম ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে যে, আমার ঘরকে পবিত্র করে রাখ ই'তেকাফ, তাওয়াফ ও রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য। (১২৬) আর যখন

قَالَ إِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ

ক্বা-লা ইব্রা-হীমু রাব্বিজ্'আল হা-যা-বালাদান আ-মিনাওঁ ওয়ারযুক্ব আহলাহূ মিনাছ ছামারা-তি মান

ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ শহরে পরিণত কর এবং সেসব বাসিন্দাদেরকে ফল-ফসলের রিযিক দান কর, যারা

آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ

আ-মানা মিনহুম বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমিল আ-খির ; ক্বা-লা ওয়ামান কাফারা ফাউমাত্তি'উহূ ক্বালীলান ছুম্মা আদ্ত্বাররুহূ~ইলা-

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী। আল্লাহ বললেন, আর যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকেও স্বল্পকালীন সময় সুবিধা ভোগ করাব। অবশেষে তাকে নিক্ষেপ করব

عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

'আযা-বিন্ না-র; ওয়া বি'সাল মাস্বীর। ১২৭। ওয়া ইয্ ইয়ারফা'উ ইব্রা-হীমুল ক্বাওয়া-'ঈদা মিনাল বাইতি

জাহান্নামের শাস্তির দিকে এবং তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১২৭) যখন ইবরাহীম এবং ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন

✪ **টীকা (আঃ ১২৫) ঃ** অহংকারী বনী ইসরাঈলরা বলত, আমরা ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদ। আল্লাহ তা'আলা নুবুওয়াতের সম্মান ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরগণের মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করেছেন। এ কারণেই সকলে তাঁর ধর্মের অনুসরণ করে থাকে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– ইবরাহীমের নেককার আওলাদের জন্যই আল্লাহর ওয়াদা ছিল। হযরত ইবরাহীমের দুই পুত্র ছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত ইসহাক (আ)-এর আওলাদের মধ্যে নুবুওয়াত ছিল। এখন ইসমাঈল (আ)-এর আওলাদের মধ্যে এসেছে। হযরত ইবরাহীমের দু'আ উভয় পুত্রের জন্যই ছিল। (মুঃ কোঃ)

✪ **টীকা (আঃ ১২৫) ঃ** مقام ابراهيم (মাকামে ইবরাহীম) মাকামে ইবরাহীম অর্থ– হযরত ইবরাহীমের (আ) দাঁড়াবার স্থান, এটি সে পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। তার উপর ইবরাহীমের (আ) পায়ের চিহ্ন আছে। এ পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মানুষকে হজ্জের ডাক দিয়েছিলেন। হাজারে আসওয়াদের মতই এটিও জান্নাত হতে আনা হয়েছিল। এখন এ পাথরের পার্শ্বে সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। (তাঃ উসমানী)

وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا

ওয়া ইসমা-'ঈল ; রাব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না; ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম। ১২৮। রাব্বানা- ওয়াজ্'আল্না-

তখন তাঁরা দোয়া করছিলেন : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ হতে এটা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ

মুসলিমাইনি লাকা ওয়ামিন যুররিয়্যাতিনা~উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্ লাক, ওয়া আরিনা-মানা-সিকানা-ওয়াতুব 'আলাইনা,

তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যেও তোমার একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর। আর আমাদেরকে হজ্বের রীতি-নীতি শিখিয়ে দাও এবং আমাদেরকে

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٩﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا

ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যা-বুর রাহীম। ১২৯। রাব্বানা- ওয়াব'আছ ফীহিম রাসূলাম্ মিন্হুম ইয়াতলূ

ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (১২৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে এমন এক রাসূল প্রেরণ কর,

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

'আলাইহিম আ-ইয়া-তিকা ওয়া ইয়ু'আল্লিমুহুমুল কিতা-বা ওয়াল হিক্মাতা ওয়া ইয়ুযাক্কীহিম ; ইন্নাকা আন্তাল 'আযীযুল

যিনি তাদের নিকট তোমার আয়াত পাঠ করবে এবং তাদেরকে শিক্ষা দিবে কিতাব ও হিকমত। আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, ১৫

الْحَكِيمُ ﴿١٣٠﴾ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ ع ১৫ রুকূ

হাকীম। ১৩০। ওয়া মাই ইয়ারগাবু 'আম্ মিল্লাতি ইব্রা-হীমা ইল্লা-মান সাফিহা নাফ্সাহ ; ওয়ালাক্বাদিছ ত্বাফাইনা-হু

প্রজ্ঞাময়। (১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম হতে কে মুখ ফিরায় সে ছাড়া, যে নিজকে নির্বোধ করেছে? নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে

فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣١﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ قَالَ

ফিদ্ দুন্ইয়া, ওয়া ইন্নাহূ ফিল আ-খিরাতি লামিনাস্ব স্বা-লিহীন। ১৩১। ইয্ ক্বা-লা লাহূ রাব্বুহূ~আসলিম, ক্বা-লা

মনোনীত করেছি। আর আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৩১) যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, অনুগত হও। সে বলল,

أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣٢﴾ وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ۖ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ

আসলামতু লিরাব্বিল 'আ-লামীন। ১৩২। ওয়া ওয়াস্বস্বা-বিহা~ইব্রা-হীমু বানীহি ওয়া ইয়া'ক্বব ; ইয়া-বানিইয়্যা ইন্নাল্লা-হাস্ব

আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) আর এজন্য ইবরাহীম তাঁর পুত্রগণকে অসিয়ত করলেন এবং ইয়াকুবও, হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ

اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ

ত্বাফা- লাকুমুদ্ দীনা ফালা-তামূতুন্না ইল্লা- ওয়া আন্তুম মুসলিমূন। ১৩৩। আম কুন্তুম শুহাদা—আ ইয্

তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না। (১৩৩) তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন

✪ টীকা (আঃ ১২৯) ঃ এ রাসূল আমাদের হযরত মোহাম্মদ (সা)-ই। কেননা, এ দু'আ হযরত ইবরাহীম ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) উভয়েই এক সঙ্গে করেছেন। কাজেই এ সম্প্রদায় তাঁদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্য হতে হবে এবং সেই সম্প্রদায় বনী ইসমাঈলই হবেন। বনী ইসমাঈল বংশে হুযূর (সা) ভিন্ন আর কোন পয়গম্বর আসেন নি। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ১৩০) ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সালমা ও মুহাজেরকে বললেন– তোমরা তাওরাত হতে অবগত হয়েছ যে, ইসমাঈল বংশে একজন নবী আসবেন। হযরত (সা) সে নবীই। তাঁর প্রতি ঈমান আন। এ শুনে সালমা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মুহাজের অস্বীকার করল। (বঃ কোঃ)

حضر يعقوب الموت ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا

হাদ্বারা ইয়া'ক্বাল মাওতু ইয্ ক্বা-লা লিবানীহি মা-তা'বুদূনা মিম্ বা'দি; ক্বা-লূ

ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু এসেছিল? যখন সে তাঁর পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তখন তারা বলেছিল আমরা

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ

না'বুদু ইলা-হাকা ওয়া ইলা-হা আ-বা—ইকা ইব্রা-হীমা ওয়া ইসমা-'ঈলা ওয়া ইসহা-ক্বা ইলা-হাওঁ ওয়া-হিদাওঁ,

ইবাদাত করব তোমার প্রতিপালকের এবং পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের প্রতিপালকের। তিনিই একমাত্র ম'াবুদ

وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ

ওয়া নাহ্নু লাহূ মুসলিমূন। ১৩৪। তিল্কা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত, লাহা- মা-কাসাবাত ওয়া লাকুম্ মা- কাসাবতুম,

এবং আমরা সকলেই তাঁর অনুগত। (১৩৪) সে উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের উপার্জন তাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য।

وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ

ওয়ালা- তুস্আলূনা 'আম্মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ১৩৫। ওয়া ক্বা-লূ কূনূ হূদান আও নাস্বা-রা- তাহ্তাদূ ;

তারা যা করেছে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান হয়ে যাও, তাহলে ঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।

قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۳۵﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا

কুল বাল মিল্লাতা ইব্রা-হীমা হ্বানীফা ; ওয়ামা- কা-না মিনাল মুশ্রিকীন। ১৩৬। কূলূ~আ-মান্না-

(হে রাসূল) আপনি বলুন, বরং ইবরাহীমের ধর্মই সঠিক। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি

بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

বিল্লা-হি ওয়ামা~উন্যিলা ইলাইনা-ওয়ামা~উন্যিলা ইলা~ইব্রা-হীমা ওয়া ইস্মা-'ঈলা ওয়া ইসহা-ক্বা

আল্লাহর প্রতি ও আমাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর আর যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক,

وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ

ওয়া ইয়া'ক্বূবা ওয়াল আসবাত্বি ওয়ামা~উতিইয়া মূসা- ওয়া 'ঈসা- ওয়ামা~উতিয়ান নাবিয়্যূনা মির

ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি এবং যা মূসা ও ঈসাকে দেয়া হয়েছে এবং যা দেয়া হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে, তাঁদের

رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾ فَاِنْ اٰمَنُوْا

রাব্বিহিম, লা-নুফার্রিক্ব বাইনা আহ্বাদিম মিন্হুম ওয়া নাহ্নু লাহূ মুসলিমূন। ১৩৭। ফাইন আ-মানূ

প্রতিপালকের তরফ হতে তার উপর। আমরা পার্থক্য করি না তাঁদের কারও মধ্যে কোন প্রকার, আমরাতো সে প্রতিপালকেরই অনুগত। (১৩৭) যদি তারা

✪ টীকা (আঃ ১৩৫) ঃ ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল, মাতা-পিতার পাপের জন্য তাদের সন্তানগণ দায়ী হবেন এবং সন্তানেরা মাতা-পিতার সওয়াবেরও অংশীদার হবেন। এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহ এ আয়াতে এটাই বর্ণনা করেছেন। (মুঃ কোঃ)

✪ শানে নুযূল (আঃ ১৩৬) ঃ প্রচলিত ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মে শিরক থাকায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তারা মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুষ্ঠিত খৎনা, হজ্জ প্রভৃতি কোন কোন কাজ পালন করার দরুন নিজদিগকে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণকারী বলে মনে করত। তাই ইহুদী ও নাছারাদের সাথে আরব মুশরিকদেরও প্রতিবাদে বলা হল, তোমাদের ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে যখন শিরক ও তাওহীদের পার্থক্য রয়েছে, তখন কেবল কোন কোন আনুষ্ঠানিক কার্য পালন করেই তোমরা কি প্রকারে মিল্লাতে ইবরাহীমের দাবী করতে পার? (বঃ কোঃ)

بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ

বিমিছলি মা~আ-মান্তুম বিহী ফাক্বাদিহতাদাও, ওয়া ইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-হুম ফী শিক্বা-ক্ব,
তোমাদের মত ঈমান আনে; তবে তারাও হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٨﴾ صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ

ফাসাইয়াক্ফীকাহুমুল্লা-হ, ওয়াহুয়াস্ সামী'উল 'আলীম। ১৩৮। স্বিবগাতাল্লা-হ, ওয়ামান আহ্সানু মিনা
অতএব আপনার পক্ষে আল্লাহই তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (১৩৮) আল্লাহর রং ধর আল্লাহর রং অপেক্ষা উত্তম রং আর কি

اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا

ল্লা-হি স্বিবগাতাওঁ ওয়া নাহ্নু লাহূ 'আ-বিদূন। ১৩৯। কুল আতুহা—জ্জুনানা- ফিল্লা-হি ওয়া হুওয়া রাব্বুনা-
হতে পারে? আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। (১৩৯) আপনি বলুন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করতেছ? অথচ তিনি আমাদের প্রতিপালক

وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

ওয়া রাব্বুকুম, ওয়া লানা~আ'মা-লুনা- ওয়া লাকুম আ'মা-লুকুম, ওয়া নাহ্নু লাহূ মুখলিস্বূন।
এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমরা পাব আমাদের কর্মফল আর তোমরা পাবে তোমাদের কর্মফল। আমরা তাঁর জন্যই নিবেদিত প্রাণ।

﴿١٤٠﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا

১৪০। আম তাক্বূলূনা ইন্না ইব্রা-হীমা ওয়া ইসমা'ঈলা ওয়া ইসহা-ক্বা ওয়া ইয়া'কূবা ওয়াল আসবা-ত্বা কা-নূ
(১৪০) তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ ইয়াহুদী অথবা

هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً

হূদান আও নাস্বা-রা-; কুল আআন্তুম আ'লামু আমিল্লা-হ ; ওয়া মান আয্বলামু মিম্মান কাতামা শাহা-দাতান
খ্রিষ্টান ছিল? আপনি বলুন, তোমরা কি বেশী জান না আল্লাহ বেশী জানেন? তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর তরফ হতে আসা সাক্ষ্য

عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ

'ইন্দাহূ মিনাল্লা-হ ; ওয়ামাল্লা-হু বিগা-ফিলিন 'আম্মা-তা'মালূন। ১৪১। তিলকা উম্মাতুন ক্বাদ খালাত,
তার সামনেই গোপন করে? আল্লাহ আমাদের কাজ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৪১) সে উম্মত অতীত হয়ে গেছে।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۠ ১৬ ع ১৬ রুকূ

লাহা-মা- কাসাবাত ওয়া লাকুম মা- কাসাব্তুম, ওয়ালা- তুসআলূনা 'আম্মা- কা-নূ ইয়া'মালূন।
তারা যা করেছে তা তাদের, তোমরা যা কর তা তোমাদের। তাদের কাজ সম্বন্ধে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

✪ টীকা (আঃ ১৩৮) ঃ .... صبغة الله (আল্লাহর রং) বিভিন্ন ধর্মে আনুষ্ঠানিক ভাবে রঙিন পানিতে ডুবিয়ে দীক্ষা দানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। খ্রিষ্টানের নিয়ম ছিল, যখন কোন শিশুর জন্ম হত, অথবা কেউ তাদের দ্বীনে দীক্ষিত হত, তখন তাকে হলুদ রং-এর ডুব দেয়ান হত। তারপর বলত, এবার সে প্রকৃত খ্রিষ্টান হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- হে মুমিনগণ! তোমরা বলে দাও, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ দ্বীন গ্রহণ করেছি। এ দ্বীন যে গ্রহণ করে সে পবিত্র হয়ে যায়। ✪ শানে নুযূল (আঃ ১৩৯) ঃ আহলে কিতাবীররা (ইহুদী-খৃষ্টানরা) রাসূল (সা) কে উদ্দেশ্যে করে বলত, সকল নবীই আমাদের জাতিভুক্ত। সুতরাং আপনি নবী হলে আপনিও তো আমাদের জাতিভুক্ত বা দল ভুক্ত। তাদের এ উক্তি খন্ডনেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। (আবুসসাউদ)